পাক্ষিক

আহমদী

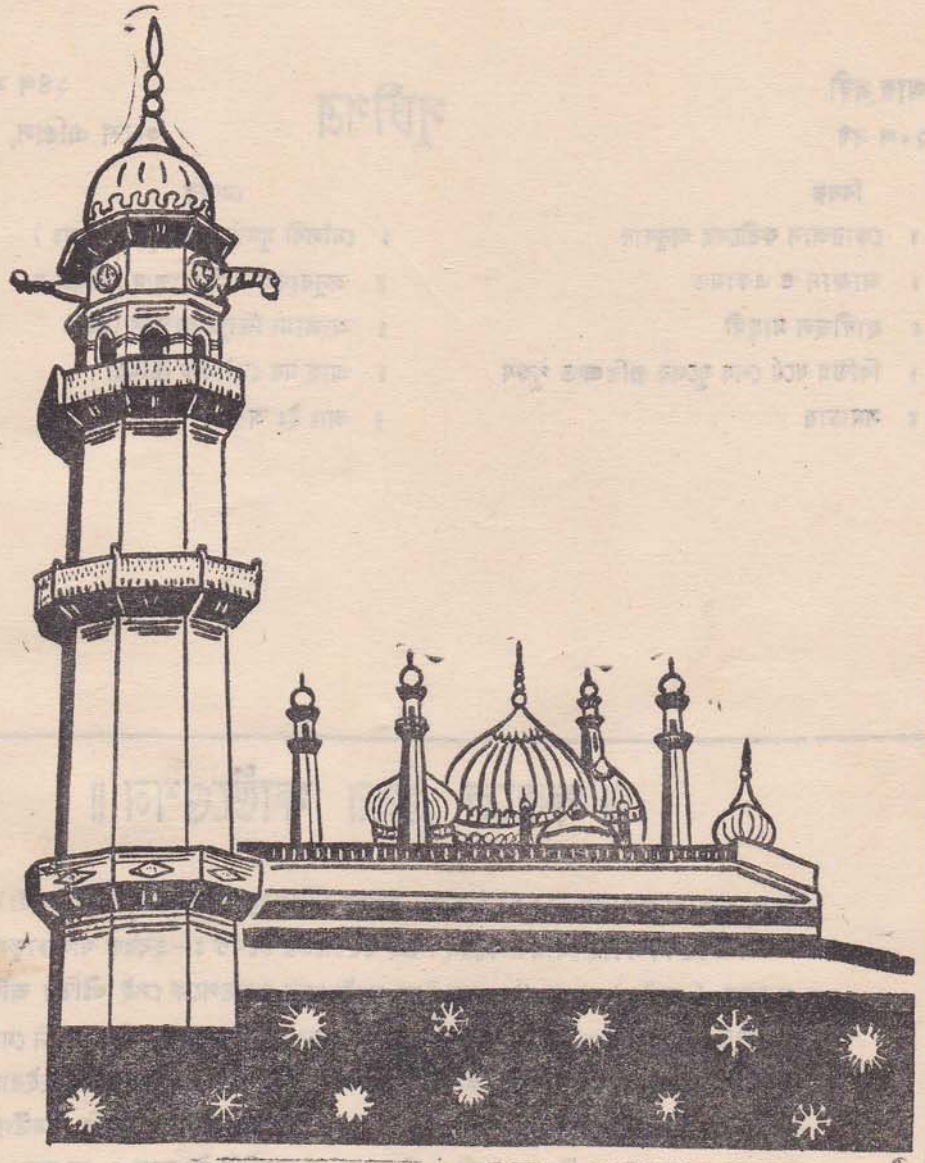

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

২৪শ সংখ্যা
৩০শে এপ্রিল, ১৯৬৭

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২০শ বর্ষ

সূচীপত্র

২৪শ সংখ্যা
৩০শে এপ্রিল, ১৯৬৭ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ৪১১
॥ আজান ও একামত	॥ অনুবাদক—মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ	॥ ৪১৩
॥ হাদীসুল মাহ্‌দী	॥ আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)	॥ ৪১৫
॥ বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	॥ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	॥ ৪৩৫
॥ সমাচার	॥ আঃ ইঃ আঃ	॥ ৪৪২

॥ ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় [১৯৬৫ ইসাব্দ] হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য :—হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) বলেন, "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে এবং লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্‌সান করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতরভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়: ২০শ বর্ষ: ৩০শে এপ্রিল : ১৯৬৭ সন: ২৪শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ তওবা

১ম রুকু

১॥ (হে মুমিনগণ) যে সমস্ত অংশীবাদীর সহিত পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট ইহার দায়িত্ব মুক্তির ঘোষণা।

২॥ অতএব (হে অংশীবাদিগণ) তোমরা দেশের মধ্যে (যুলকাদ, জুলহাজ, মুহররম ও রযব)

চারিমাস যদৃচ্ছ বিচরণ কর এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা কখনও আল্লাহকে পরাভূত করিতে পারিবে না এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ (সমাগত নবীর) প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে (মুসলমানদের হাতে) লাঞ্ছিত করিবেন।

৩॥ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে হজ্জের মহাব্রতের দিন জনগনের নিকট বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুল অংশীবাদিগনের [দায়দোষ] হইতে বিমুক্ত। অতএব হে মুশরিকগণ যদি তোমরা বিরোধিতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও তাহা হইলে উহা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হইবে। এবং যদি তোমর (উপদেশ গ্রহণে) বিমুখ হও তবে জানিয়া লও যে তোমরা কখনও আল্লাহকে পরাভূত করিতে পারিবে না এবং (হে মুহাম্মদ) তুমি (সমাগত নবীর) প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে তাহাদের অভিপ্রেত) কঠোর বেদনাদায়ক শাস্তির শুভসংবাদ দাও।

৪॥ তবে যে সব অংশবাদীর সহিত তোমরা পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছ তৎপর তাহাদের মধ্যে যাহারা চুক্তির কোন শর্ত্ত ভঙ্গ করে নাই অথবা তোমাদের বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্য করে নাই তাহাদের সহিত অঙ্গীকারকে উহার মীয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধর্ম-পরায়নদিগকে ভালবাসেন।

৫॥ অনন্তর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতিক্রান্ত হইবে যাহারা বার বার (চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে) সেই সমস্ত অংশীবাদীর সহিত যেখানে তাহাদিগকে পাও সগ্রাম কর এবং তাহাদিগকে ধৃত কর এবং বন্দীকর এবং প্রত্যেক ঘাটিতে তাহাদের প্রতীক্ষায় অবস্থান কর। অতঃপর যদি তাহারা তওবা করে এবং নমায প্রতিষ্ঠিত করে ও যাকাত দেয় তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়াময়।

৬॥ এবং যদি কোন মুশরিক তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে তাহাকে আশ্রয় দান কর যেন সে আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে অতঃপর তাহাকে তাহার নিরাপত্তা স্থলে পৌঁছাইয়া দাও। ইহা এই জন্য যে তাহারা এক অজ্ঞজাতি।

(ক্রমশঃ)

★

॥ আজান ও একামত ॥

মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ

নামাজের পূর্বে আজান দেওয়া হয়। ইহা ইসলামের সংক্ষিপ্ত প্রচার ও তৌহীদের বিজয় ঘোষণা। আজান বিশ্ববাসীকে তৌহীদের দিকে ও আল্লাহ্-তালার এবাদতের দিকে আহ্বান করে। এবং ইহাও ঘোষণা করে যে, মোহাম্মাদ মোস্তফার (সাঃ) প্রচারিত ধর্মই মানব জাতির মুক্তি ও সফলতা লাভের এক মাত্র উপায়। খ্রীষ্টানদের ঘণ্টাধ্বনি ও অন্যান্য ধর্মের শিঙ্গা ধ্বনি ইসলামের বিশ্বজনীন আজানের সমতুল্য হইতে পারেনা। আজ বিশ্বব্যাপী ইসলামের আজান ধ্বনি অযুত কণ্ঠে নিনাদিত হইতেছে। বিশেষ করিয়া ইউরোপ, আফ্রিকা আমেরিকা প্রভৃতি ত্রিত্ব-বাদের লীলাভূমিতে ইসলামের সুউচ্চ মিনারা হইতে এই আজান ঘোষিত হইয়া গীর্জার ঘণ্টার রোল থামিয়া যাইতেছে। আজ আহ্মদীয়া জমাতের প্রচারের ফলে পুনরায় পৃথিবীর দিকে দিগ্বে ইসলামের বিজয় ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে, ত্রিত্ববাদের পূজারীগণ প্রমাদ গণিতেছে। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ; মোহাম্মাদ আল্লাহ্র রছুল। তোমরা মুক্তির দিকে আস, তোমরা ফালাহর দিকে আস, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য বা মাবুদ নাই। নামাজ নিদ্রা হইতে শ্রেষ্ঠ, এই আজান ধ্বনি মানব জাতির জন্য এক অতুলনীয় মুক্তির বাণী বহণ করিয়া আনিয়াছে।

এই আজান ধ্বনির মধ্যে ইসলামের সার ও সংক্ষিপ্ত বিষয় বস্তু আসিয়া গিয়াছে। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন—আজানের শব্দ যতদূর যায় শয়তান ততদূর পলায়ন করে।

ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় যখন নামাজের জন্য লোকদিগকে একত্রিত করিবার তাগিদ আসিল, তখন কিভাবে তাহাদিগকে সমবেত করা যায়, আলোচনা চলিতে লাগিল, কেহ বলিলেন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হউক, আবার কেহ প্রস্তাব দিলেন ঘণ্টা ধ্বনি করা হউক! অবশেষে ফেরেশতা হযরত আবদুল্লাহ বিন জায়েদকে স্বপ্নে আজান শিখাইলেন, এই স্বপ্নের কথা তিনি রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকটে বলিলে তিনি বেলালকে আজান দিতে বলিলেন উক্ত রাত্রে আজান সম্পর্কে বারজন ছাহাবী আবদুল্লাহ-বিন জায়েদের ন্যায় স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

(বোখারী, মুসলিম, আবুদাউদ প্রভৃতি)

عن ابن عمر قال كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والاقامة مرة مرة غير انه كان يقول قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة

(ابوداؤد والنسائي والدارمي)

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত— তিনি বলেন—রসুল করীম (সাঃ)-এর সময় আজানের প্রত্যেক কথা দুইবার করিয়া বলা হইত এবং "কাদকামাতিচ্ছালাতু কাদকামাতিচ্ছালাত" ব্যতিরেকে একামতের কথাগুলি এক বার করিয়া বলা হইত। (আবুদাউদ, নেছায়ী, দারমী)

উক্ত হাদিসে অতি পরিষ্কার ভাবে আছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর যুগ হইতেই আজানের শব্দগুলি

দুইবার করিয়া উচ্চারণ হইয়া আসিতেছে এবং একামত একবার করিয়া।

হযরত জাবের হইতে বর্ণিত—রসুল করীম (সাঃ) বেলালকে (রাজিঃ) বলিয়াছিলেন—যখন তুমি আজান দাও তখন আজানের শব্দগুলি দীর্ঘ কর; যখন একামত দাও তখন তাড়াতাড়ি কর। আজান ও একামতের ভিতর এতটুকু সময় অপেক্ষা কর যেন কোন ব্যক্তি আহার করিতে বসিলে সে উহা শেষ করিতে পারে, এবং পানকারী তাহার পান শেষ করিতে পারে। এবং একজন মলমূত্র ত্যাগকারী তাহার কাজ শেষ করিয়া আসিতে পারে এবং আমাকে না দেখা পর্যন্ত নামাজে দাঁড়াইও না।

(তিরমিজী)

আজান ও একামতের মধ্যে এতটুক সময় দেওয়া আবশ্যক যাহা উক্ত হাদিসে বর্ণিত আছে: নতুবা আজান দিয়া অমনি নামাজে দাঁড়াইবা যাওয়া ঠিক নহে। হাদিসে আসিয়াছে—হযরত আবদুল্লাহ বিন মোগাফ্‌ফলে হইতে বর্ণিত, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—'প্রত্যেক আজান ও একামতের মধ্যে নামাজ আছে, প্রত্যেক আজান ও একামতের মধ্যে নামাজ আছে, তৃতীয় বার বলিলেন—যে ইচ্ছা করে সে ইহা পড়িতে পারে।' (বোখারী)

প্রত্যেক আজান ও একামতের মধ্যে দুই বা চারি রাকাত নামাজ রহিয়াছে। ফজরের আজানের পর দুই রাকাত, জোহরের আজানের পর দুই রাকাত এবং চারি রাকাত উভয়ই আছে যে, ইচ্ছা করে সে দুই রাকাতও পড়িতে পারে। আছরের নামাজের আজানের পর চারি রাকাত আসিয়াছে। নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—"আল্লাহ্‌তালার দয়া হউক সে ব্যক্তির উপর যে ব্যক্তি আছরের (ফরজের) পূর্বে চারি রাকাত নামাজ পড়িয়াছে। মগরেবের আজানের পর দুই রাকাত আছে, কোন কোন ছাহাবীকে উহা পড়িতে দেখা গিয়াছে।

রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—মগরেবের (ফরজ নামাজের) পূর্বে দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া লও।

(বোখারী)

এশার নামাজের পূর্বেও দুই রাকাত আসিয়াছে। ফজর ও জোহর নামাজ ব্যতিরেকে অন্যান্য নামাজের পূর্বে দুই রাকাত বা চারি রাকাত যে ইচ্ছা করে সে পড়িতে পারে।

★

॥ হাদীসুল মাহদী ॥

আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ ভাগ

উপক্রমণিকা

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব 'কাদিয়ানী মত' পুস্তকের ৪র্থ ভাগে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আকায়েদ সম্বন্ধে 'বহস' করিতে যাইয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর উপর কতকগুলি মিথ্যা, অযথা অপবাদ দিয়াছেন এবং এই ঘৃণিত উদ্দেশ্য সাধিত করিবার জন্য হযরত মসিহে মওউদ (আঃ -এর প্রতি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে অবতীর্ণ এলহামাদি এবং তাঁহার নিজ বাক্যের বিকৃত অর্থ করিয়া জনসাধারণকে ধোকা দিবার অন্যায় চেষ্টা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে নিজের বিদ্যা-বুদ্ধিরও যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইনসাল্লাহ, আমি মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের আপত্তিগুলির যথা-বিহিত উত্তর প্রদান করিব। باللہ التوفیق

আহমদী আকায়েদ

মৌলানা সাহেবের আপত্তিগুলির উত্তর আরম্ভ করিবার পূর্বে প্রথমে আমি হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আকায়েদ তাঁহার নিজ লিখা হইতে পেশ করিতেছি। তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, বিরুদ্ধবাদী মৌলানা সাহেবান কি রকম হীন উপায় অবলম্বন করিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর মোকাবেলা করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے زندہ تھا اور اب بھی وہ بولتا ہے جیسا کہ وہ پہلے بولتا تھا - اور اب بھی وہ سنتا ہے جیسا کہ پہلے سنتا تھا - یہ خیال خام ہے کہ اس زمانہ میں سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں بلکہ وہ سنتا ہے اور بولتا بھی ہے اس کی تمام صفات ازلی ابدی ہیں کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ کبھی ہوگی وہ وہی واحد لا شریک ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں اور کوئی بیوی نہیں - اور وہ وہی بے مثل ہے جس کا کوئی ثانی نہیں - اور جس کی طرح کوئی فرد کسی خاص صفت سے مخصوص نہیں اور جس کا کوئی ہمتا نہیں اور جس کا کوئی ہم صفات نہیں - اور جسکی کوئی طاقت کم نہیں - وہ قریب ہے باوجود دور ہونیکے اور دور ہے باوجود نزدیک ہونیکے - وہ تمثل کے طور پر اہل کشف پر اپنے تئیں ظاہر کر سکتا ہے مگر اسکے لئے نہ کوئی جسم ہے اور نہ کوئی شکل ہے اور وہ سب سے اوپر ہے مگر نہیں کہ سکتے کہ اسکے نیچے کوئی اور بھی ہے اور وہ عرش پر ہے مگر نہیں کہ سکتے کہ زمین پر نہیں وہ مجمع ہے تمام صفات کاملہ کا اور مظہر ہے تمام محامد حقہ کا اور سرچشمہ ہے تمام

লা-শরিক (অংশিহীন ও অংশহীন) খোদা যাঁহার কোন পুত্র কিংবা কোন স্ত্রী নাই। তিনি সেই অনুপম খোদা যাঁহার দ্বিতীয় আর কেহ নাই। তাঁহার ন্যায় কেহ কোন বিশেষ গুণে বিশিষ্ট নয়। তাঁহার তুল্য কেহ নাই। তাঁহার সমগুণশালী কেহ নাই। তাঁহার কোন শক্তি ন্যূন নয়। তিনি দূরবর্ত্তী হওয়া সত্বেও নিকটে; তিনি নিকটবর্ত্তী হওয়া সত্ত্বেও দূরে। তিনি রূপকভাবে আহলে-কাশফ বা আত্মিক দৃশ্য দর্শীর নিকট আত্ম-প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার কোন শরীর নাই, কোন আকার নাই, তিনি সকলের উপরে, কিন্তু বলিতে পারি না যে, তাঁহার নিম্নে অন্য কেহ আছে। তিনি আরশের উপর আছেন, কিন্তু বলিতে পারিনা যে, তিনি পৃথিবীতে নাই। তিনি পূর্ণ গুণাধার। তিনি সত্যিকার সকল প্রশংসার মজহার বা বিকাশ। তিনি সকল সৌন্দর্য্যের উৎস। তিনি সর্বশক্তিমান। সকল ফয়েজ তাঁহারই নিকট হইতে আসে, এবং সকল বস্তু তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তন করে। তিনি সকল দেশ ও রাজ্যের অধিশ্বর। তিনি সর্ব পূর্ণ গুণাকর, সর্ব ত্রুটি ও দুর্বলতা বিহীন। আস্‌মান ও জমিনের সকলের অর্চ্চনা-বন্দনা লাভ করা তাঁহারই বৈশিষ্ট। তাঁহার নিকট কিছুই না হওয়ার নয়। সমস্ত রূহ্‌ এবং তাহার শক্তিনিচয় সমস্ত অনুপরমানু এবং তাহাদের শক্তিসমূহ তাঁহারই সৃজিত। তিনি ভিন্ন কোন বস্তুই প্রকাশিত হয় না। তিনি তাঁহার শক্তি, মহিমা ও নিদর্শনসমূহ দ্বারা আপনি আপনাকে প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে তাঁহারই সাহায্যে আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি। তিনি সর্বদাই সাধুগণের নিকট আপন অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং আপন শক্তি ও মহিমা তাহাদিগকে প্রদর্শন করেন। তাঁহা হইতেই তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁহা হইতে তাঁহার মনোনীত পথের পরিচয় লাভ করা যায়। তিনি দেখেন, কিন্তু তাহার কোন ভৌতিক চক্ষু নাই। তিনি শোনেন, কিন্তু তাঁহার কোন ভৌতিক

خوبیون کا اور جامع ہے تمام طاقتوں کا اور مبدء ہے تمام فیضوں کا اور مرجع ہے ہرایک شیٔ کا مالک ہے ہرایک ملک کا اور متصف ہے ہرایک کمال سے اور منزہ ہے ہر ایک عیب اور ضعف سے اور مخصوص ہے اس امر میں کہ زمین والے اور آسمان والے اسی کی عبادت کریں اور اس کے آگے کوئی بات بڑی ان ہونی نہیں۔ تمام روح اور انکی طاقتیں اور تمام ذرات اور انکی طاقتیں اسی کی پیدائش ہیں۔ اسکے بغیر کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ وہ اپنی طاقتوں اور قدرتوں اور اپنے نشانوں سے اپنے تئیں آپ ظاہر کرتا ہے اور اسکو اسی کے ذریعہ سے ہم پا سکتے ہیں۔ اور وہ راستبازوں پر ہمیشہ اپنا وجود ظاہر کرتا رہتا ہے وہ اپنی قدرتیں ان کو دیکھلاتا ہے اسی سے وہ شناخت کیا جاتا اور اس سے اسکی پسندیدہ راہ شناخت کی جاتی ہے وہ دیکھتا ہے بغیر جسمانی آنکھوں کے اور سنتا ہے بغیر جسمانی کانوں کے اور بولتا ہے بغیر جسمانی زبان کے

(الوصیت ص ۱۰، ۱۱)

"আমাদের খোদা সেই খোদা, যিনি এখনও তেমনি জীবিত যেমন তিনি পূর্বে জীবিত ছিলেন; তিনি এখনও তেমনি কথা বলেন যেমন তিনি পুরাকালে কথা বলিতেন; তিনি এখনো তেমনি শুনেন যেমন তিনি পুরাকালে শুনিতেন। ইহা অলীক ধারণা যে, এ যুগে তিনি শোনেন ত বটে কিন্তু কথা বলেন না। বস্তুতঃ, তিনি শোনেন এবং কথাও বলেন। তাঁহার যাবতীয় গুণ অনাদি ও অনন্ত। তাঁহার কোন গুণই বেকার নয়, এবং এরূপ কখনও হইবে না। তিনি সেই ওয়াহেদ

শ্রবনেন্দ্রিয় নাই। তিনি কথা বলেন, কিন্তু সেই জন্য তাঁহার কোন ভৌতিক জিহ্বা নাই।"

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আরও বলিয়াছেন :—

وحید فرید لا شریک لہ اتہ
قوی عالی مستعان مقدر
ولم یتخذ ولدا ولا کفو لہ
وحید فرید ما دناہ التکثر

"তিনি একক, অদ্বিতীয়; তাঁহার কোনই শরিক বা অংশী নাই। তিনি শক্তিশালী. উচ্চ, সাহায্যকারী, সক্ষম।

তিনি কোন পুত্র গ্রহণ করেন না এবং তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই; তিনি একক অদ্বিতীয়; বহুত্ব তাঁহাকে স্পর্শ করে না।"

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আরও বলিয়াছেন :—

تمہارے لئے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے - جو لوگ قرآن کو عزت دینگے وہ آسمان پر عزت پائینگے جو لوگ ہرایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھینگے انکو آسمان پر مقدم رکھا جائیگا - نوع انسان کے لئے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن اور تمام آدم زاد کیلئے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم - سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ وجلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اسکے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی بلکہ حقیقی نجات وہ ہے جو اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے نجات یافتہ کون ہے ؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسمیں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے - اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے (کشتی نوح ۱۳)

"তোমাদের জন্য এক অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা এই যে, কোরআন শরীফকে অনাবশ্যকীয় দ্রব্যের মত পরিত্যাগ করিও না। কারণ কোরআনেই তোমাদের প্রাণ নিহিত আছে। যাহারা কোরআনকে সম্মান করিবে তাহারা আকাশেও সম্মান লাভ করিবে। যাহারা সকল হাদীস ও উক্তির উপর কোরআনকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে সেই সকল ব্যক্তিকে আকাশে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইবে। মানব জাতির জন্য বর্ত্তমানে কোরআনে ৈব আর কোন ধর্ম-শাস্ত্র নাই, এবং আদম সন্তানগণের জন্য বর্ত্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তাফা, (সাঃ) ভিন্ন আর কোনই রসুল এবং সফী' নাই।

অতএব তোমরা সেই মহা গৌরবান্বিত নবীর সহিত প্রেম সুত্রে আবদ্ধ হও এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না, যেন আকাশে তোমরা মুক্তি প্রাপ্ত বলিয়া গন্য হইতে পার। স্মরণ রাখিও, প্রকৃত মুক্তি কেবল মৃত্যুর পরই প্রকাশ হয় না, বরং প্রকৃত মুক্তি ইহ-জগতেই তাহার আলো প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রকৃত মুক্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তি কে? সেই, যে জানে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ) তাঁহার ও তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে মধ্যবর্ত্তী যোজক; এবং আকাশের নিম্নে তাঁহার সম-মর্য্যাদা বিশিষ্ট আর কোন রসুল নাই এবং কোরআনের সমতুল্য আর কোন শাস্ত্র নাই।" (কিস্তিয়ে-নুহ, ১৩পৃঃ)।

এইরূপে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) তাঁহার বহু গ্রন্থাদিতে অতি সুস্পষ্ট ভাষায় নিজ আকীদা প্রকাশ করিয়াছেন। সহস্র সহস্র সহচর এবং লক্ষ লক্ষ আহমদী তাঁহার ব্যক্তিগত আমল, তালীম এবং লিখা হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া জগতময় ইসলামী আকীদা— হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা সাঃ প্রদত্ত শিক্ষা প্রচার করিতেছেন, কোরআনের শিক্ষার দিকে সমস্ত দুনিয়াকে আহ্বান করিয়াছেন ও করিতেছেন। খাতামুন্নবীয়ীন হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা সাঃ-এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং কোরআন মজিদের সত্যতার দিকে সমস্ত জগতের যাবতীয় ধর্মাবলম্বীদিগকে মোকাবেলার জন্য চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

ع نہاں کئی ماند آن رازے کزو سازند محفلہا۔

কিন্তু ইহা সত্বেও বিরুদ্ধবাদী মৌলানাদের একরূপ মিথ্যা এলজাম আরোপ করিবার চেষ্টা এই মৌলানা-দিগকে যে নিজেদের বিবেকের কাছেও কত হীন করিয়া দিতেছে, তাহা ভাবিতেও লজ্জা করে।

হযরত মসিহে মাওউদ আঃ-এর সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের আপত্তি

১নং আপত্তি

"মীর্যা সাহেব খোদার সন্তান সন্ততি থাকার দাবী করিয়াছেন"।

উত্তর

মিথ্যা কথা। হযরত মসিহে মাওউদ আঃ খোদার পুত্রত্বের আকীদার খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার জীবন ব্যাপিয়া রচিত প্রায় সমস্ত গ্রন্থে খোদার পুত্রত্বের আকীদার খণ্ডন জলন্ত অক্ষরে বিদ্যমান আছে। তিনি সারা জীবন ব্যাপিয়া খ্রীষ্টানদের সঙ্গে এ-বিষয়ে সংগ্রাম করিয়াছেন।

তবে হযরত মসিহ মাওউদ আঃ-এর প্রতি আল্লাহ্‌তা'লার এলহাম—

انت منی بمنزلۃ ولدی

সম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব নিজেই হযরত মসিহে মাওউদের আঃ যে এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাই তাহার আপত্তির উত্তরের জন্য যথেষ্ট। যথা—

مسیح اور اس عاجز کا مقام ایسا ہے جیسے استعارہ کے طور پر ابنیت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں (توضیح مرام)

"মসিহ্ এবং এই আজেজের দরজা এইরূপ যে, রূপকভাবে খোদার পুত্র শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।"

এতদ্ব্যতীত হযরত মসিহে মাওউদ আঃ এই সমস্ত এলহামের ব্যাখ্যা নিজেই করিয়াছেন। উক্ত এলহামের সঙ্গে-সঙ্গেই ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, কিন্তু মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই ব্যাখ্যার উল্লেখও করেন নাই।

یاد رہے کہ خدا تعالی بیٹوں سے پاک ہے نہ اسکا کوئی شریک نہ اسکا کوئی بیٹا ہے اور نہ کسیکو حق پہنچتا ہے کہ یہ کہے کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں - لیکن یہ فقرہ اس جگہ قبیل مجاز و استعارہ میں سے ہے—

"স্মরণ রাখিও যে, আল্লাহতা'লা পুত্রাদি হইতে পবিত্র, তাঁহার কোন শরীক নাই, কোন পুত্র নাই; কাহারও খোদার পুত্র কিংবা খোদা হওয়ার দাবী করিবার অধিকার নাই। কিন্তু এই বাক্যটি এখানে রূপক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই রকম ব্যবহারকে কোরআনের ভাষায় 'মুতাশাবেহাত' বলে।

الذین فی قلوبهم زیغ یتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة —

"যাহাদের হৃদয়ে কুটিলতা আছে তাহারাই মুতাশাবেহাতের অনুসরণ করিয়া ফাছাদ সৃষ্টি করে।"

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও রূপক কালামের বিকৃত অর্থ করিয়াছেন সাধারণকে ধোকা দিবার উদ্দেশ্যে।

এই রকম 'মুতাশাবেহাত' কোরআন শরীফেও বিস্তর বিদ্যমান আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ -

— ید الله فوق ایدیهم —

"তাহাদের হাতের উপর আল্লার হাত আছে।"

আমি মৌলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি এখানে আল্লাহ্‌তা'লাকে সাকার হস্ত বিশিষ্ট মনে করেন কি?

مارمیت اذ رمیت ولکن الله رمی

"তুমি যে নিক্ষেপ করিয়াছ ইহা তুমি নিক্ষেপ কর নাই বরং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করিয়াছেন।"

এখানে হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ)-এর নিক্ষেপ করাকে স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লার নিক্ষেপ করা বলা হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, এখানে মৌলানা সাহেব আঁ-হযরতের খোদাই দাবী বুঝেন কি?

انت منی بمنزلة اولادی.

এই এলহামের ব্যাখ্যা করিতে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) লিখিয়াছেন ঃ—

خدا میں فانی ہونے والے اطفال اللہ کہلاتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت بیٹے ہیں کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے اور خدا بیٹوں سے پاک ہے۔ اسلئے استعارہ کے رنگ میں وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں کہ وہ بچہ کیطرح دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں اس مرتبہ کیطرف قران شریف میں اشارہ کرکے فرمایا گیا ہے۔ فاذکروا اللہ کذکرکم اباءکم یعنی خدا کو ایسی محبت اور دلی جوش سے یاد کرو جیسا کہ بچہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے—

"আল্লাহ্‌তা'লার মধ্যে যাঁহারা নিজেকে ফানা করিয়া দেন, তাঁহারা আল্লার সন্তান বলিয়া কথিত হন, কিন্তু তাহারা প্রকৃতপক্ষে আল্লার সন্তান নহেন যেহেতু ইহা কুফরী কালাম; আল্লাহ্‌তালা পুত্র হইতে পবিত্র, এই জন্য রূপকভাবে তাঁহারা আল্লার পুত্র বলিয়া কথিত হন যেহেতু তাঁহারা আন্তরিক উদ্দীপনার সহিত আল্লাহ্‌তালাকে স্মরণ করেন। এই মরতবার দিকে ঈঙ্গিত করিয়া আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন, "আল্লাহ্‌কে এই রকম ভালবাসা ও আন্তরিক উদ্দীপনা সহ স্মরণ কর যেমন সন্তান আপন পিতাকে স্মরণ করিয়া থাকে।"

এই মরতবার আওলিয়াদের কথা হযরত মৌলানা রোম (রহঃ) বলিয়াছেন ঃ—

اولیاء اطفال حق اند ای پسر
در حضور و غیبت آگاہ با خبر
غائبی مند یش از نقصان شان
کو کند لیک از برائے جان شان
گفت اطفال من اند این اولیاء
در غریبی فرد از کار و کیا —
(مثنوی مولانا روم دفتر سوم ص ۱۳)

এই কবিতাগুলিতে হযরত মৌলানা রোম (রহঃ) আওলিয়াদিগকে আল্লাহ্‌র সন্তান বলিয়াছেন অতি পরিষ্কার ভাবে। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব তাঁহাকে কি ফতওয়া দিবেন?

হযরত শাহ্ অলিউল্লা মুহাদ্দিস দেহলবি (রহঃ) বলিয়াছেন ঃ—

عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله

(روى البيهقى)

"আবদুল্লাহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ), বলিয়াছেন সৃষ্টজীব আল্লাহ্‌র পরিবারবর্গ। যাহারা আল্লাহ্‌র পরিবারবর্গের সহিত ভাল ব্যবহার করে তাহারা আল্লাহ্‌র অধিকতর প্রিয়।" বয়হকী এই হাদিস রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

সুতরাং এই রকম রূপক ও এস্তেয়ারার উপর বিকৃত অর্থ করিয়া অজ্ঞ জনসাধারণকে ধোকা দেওয়া অতি জঘন্য।

আর মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত তৃতীয় বাক্য— اسمع ولدى — ("তুমি শুন হে আমার পুত্র") হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর কোন কিতাবে নাই। 'আলবুশরা' হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কিতাব নয়। মুন্সি মঞ্জুর এলাহী সাহেব নামীয় একজনের লিখিত কিতাব 'আলবুশরাতে' আসল এল্‌হাম — اسمع واری "আমি শুনি এবং দেখি" এর পরিবর্ত্তে ইহা ছাপার ভুলে ছাপিয়া গিয়াছে। উক্ত মুন্সি মঞ্জুর এলাহি সাহেব ইহার সংশোধনও প্রকাশ করিয়াছেন। (আলফজল পত্রিকা, ৯ম জিল্‌দ, ৯৬নং দ্রষ্টব্য)।

পাঠক দেখিতে পাইলেন, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব অন্যের লিখিত পুস্তক হযরত মসিহে মাওউদের (আঃ) প্রতি আরোপ করিয়া কিরূপ জঘন্য প্রকৃতির প্রবঞ্চনা করিয়া জনসাধারণকে আল্লাহর প্রেরিত মসিহ মাওউদ (আঃ) হইতে ফিরাইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন।

২নং আপত্তি

মীর্যা সাহেব এই খ্রীষ্টানী মত প্রচার করিয়া উহাকে পাক তছলিছ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি যখন এরূপ ত্রানতি ত্রিত্ববাদকে পাক বলিয়াছেন তখন

خدائے تعالى در هر ملتے انبياء وتابعان ايشان را بلقب مقرب و محبوب تشريف داده است ومنكرين ملت را به صفت مبغوضيت نيكو هيده است ودرين باب لفظ در هر قوم تكلم واقع شد اگر لفظ ابنا بجائے محبوبان ذكر شده باشد چه عجب

(نور الكبير ص ٨)

এইখানে হযরত শাহ অলিউল্লা মুহাদ্দিস দেহলবি (রহঃ) 'আল্লার পুত্র' শব্দকে আল্লার 'প্রিয়' অর্থে গ্রহণ করা হয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

মৌলবী রহমতুল্লাহ মুহাজির মক্কী তাঁহার 'এজালা' কিতাবের ৫২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—

فرزند عبارت از عيسى عليه السلام است كه نصارى آنجناب را حقيقة ابن الله ميدانند واهل اسلام همه آنجناب را ابن الله بمعنى مزيز و برگزيدهٔ خدائے شمارند

এইখানে হযরত রহমতুল্লা মুহাজির মক্কী হযরত ইসা (আঃ) এর খোদাতালার প্রিয় ও নির্বাচিত হওয়ার অর্থে ইবনুল্লাহ্‌ হওয়া সমস্ত মোসলমানদের পক্ষ হইতে স্বীকার করিতেছেন।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব শাহ্‌ অলিউল্লা মুহাদ্দিস দেহলবী কিংবা মৌলানা রহমতুল্লাহ মুহাজির মক্কী সম্বন্ধে কি ফত্‌ওয়া দিবেন?

বস্তুতঃ, রূপক ভাবে "আল্লাহ্‌র পুত্র" কথাটা ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মে কোন দোষনীয় বাক্য নহে। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এরূপ কথাকে কোন দোষের মনে করিতে পারে না, এবং করেন নাই। ইসলামে এরূপ বহু ব্যবহার আছে।

স্বয়ং আঁ-হজরত, সাঃ, বলিয়াছেন:—

তাঁহার মতে পাক মিথ্যা, পাক্-শেরক, পাক-ব্যাভিচার, পাক্-জুয়া, পাক-চুরি, ইত্যাদি মত প্রচারিত হওয়া জরুরী নহে কি ?

উত্তর

সকল ব্যারামের ঔষধ আছে বুদ্ধিশূন্য মুর্খতার কোন ঔষধ নাই।

শিক্ষিত পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে, খ্রীষ্টান জাতির ত্রিত্ববাদ বা তছলিছ কথার অর্থ, তাহারা তিন খোদা বিশ্বাস করে। পিতা, পুত্র এবং রুহুল কুদ্দুছ—এই তিনের প্রত্যেকেই এক এক্জন পৃথক খোদা এবং এই তিন মিলিয়া আবার এক খোদা।

খ্রীষ্টানদের এই কুফরী বিশ্বাসও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) সারা জীবন ব্যাপিয়া অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন।

কিন্তু হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর যে-এবারত মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব উদ্ধৃত করিয়াছেন এই এবারতের মধ্যে খ্রীষ্টানি মতের কোনরূপ পোষকতা থাকা দূরের কথা বরং এই খ্রীষ্টানি মতের তীব্র ভাবে প্রতিবাদ ও খণ্ডন করা হইয়াছে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সম্পূর্ণ এবারতখানি নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম :—

اوپر کے طرف سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی محبت قوی ایمان سے ملی ہوئی ہے جو اول بندہ کے دل میں بارادۂ الٰہی پیدا ہو کر رب قدیر کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور پھر ان دونوں محبتوں کے ملنے سے جو در حقیقت نر و مادہ کا حکم رکھتی ہیں ایک مستحکم رشتہ اور ایک شدید مواصلت خالق و مخلوق میں پیدا ہو کر الٰہی محبت کی چمکنے والی آگ سے جو مخلوق کی ہیزم مثال محبت کو پکڑ لیتی ہے ایک تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کا نام روح القدس ہے۔ سو اس درجے کے انسان کی روحانی پیدائش اس وقت سے سمجھی جاتی ہے جبکہ خدائے تعالیٰ اپنے ارادۂ خاص سے اس میں اس طور کی محبت پیدا کر دیتا ہے اور اس مقام اور اس مرتبہ کی محبت میں بطور استعارہ یہ کہنا بے جا نہیں ہے کہ خدائے تعالیٰ کی محبت سے بھری ہوئی روح اس انسانی روح کو جو بارادۂ الٰہی اب محبت سے بھر گئی ہے ایک نیا تولد بخشتی ہے۔ اس وجہ سے اس محبت سے بھری ہوئی روح خدائے تعالیٰ کی روح سے جو نافخ المحبت ہے استعارہ کے طور پر ابنیت کا علاقہ ہوتا ہے اور چونکہ روح القدس ان دونوں کے ملنے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اسلئے کہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لئے بطور ابن ہے اور یہ پاک تثلیث ہے جو اس درجہ محبت کے لئے ضروری ہے۔ جسکو ناپاک طبیعتوں نے مشرکانہ طور پر سمجھ لیا ہے اور ذرۂ امکان کو جو ہالکۃ الذات باطلۃ الحقیقت ہے حضرت اعلیٰ واجب الوجود کے ساتھ برابر ٹھہرا دیا ہے (توضیح مرام ص ۲۲ - ۲۱)

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন. এই এবারতের মধ্যে তিন খোদার আকিদার কোন রূপ পোষকতা ত নাই-ই বরং উহার তীব্রভাবে প্রতিবাদ করা হইয়াছে এবং বান্দার দৃঢ় ইমান মিশ্রিত উচ্চাঙ্গের ভালবাসা যে

আল্লাহর ভালবাসাকে আকর্ষণ করে এবং বান্দার ভালবাসা এবং আল্লার ভালবাসার মিলনে যে পবিত্র আত্মার সৃষ্টি হয় এবং মানুষ এক নূতন পবিত্র জীবন লাভ করে. এই সুক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আল্লাহ্‌র মহব্বত ও মানবের মহব্বত এবং এই দুই-এর মিলনে যে পবিত্র আত্মার সৃষ্টি হয়, যাহা লাভ করিলে মানুষ নূতন জীবন লাভ করে —এই তিনটি বিষয়কে পবিত্র তছলিছ্‌ নামে অভিহিত করিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) খ্রীষ্টানদের মতের এই ভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, খ্রীষ্টানগণ অধ্যাত্মিকতার এই অবস্থা বা ঐশী প্রেমের এই ত্রিবিধ দিকের কথা বুঝিতে না পরিয়া মুশ্‌রেকী আকীদার সৃষ্টি করিয়াছে এবং ধ্বংসশীল মানুষকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করিয়াছে।

এই সুন্দর আধ্যাত্মিক বর্ণনার খানিকটা পেশ করিয়া মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর উপর এই এলজাম কায়েম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, তিনি যেন তিন খোদা বিশ্বাস করিতেন। (নাউজুবিল্লাহ)

সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন লোকও এই কথা বুঝিতে পারেন যে, 'তছলিছ' শব্দের অর্থ "তিন করা"। খ্রীষ্টানেরা খোদাকে তিন করিয়াছে বা তিন মনে করিয়াছে বলিয়া কি তাহাদের ব্যবহৃত এই 'তছলীছ' শব্দটি অপবিত্র ও নাপাক হইয়া পড়িয়াছে? মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের বা অন্য কোন ব্যক্তির যদি আরও দুইভাই বিদ্যমান থাকে তবে কি তাহাদের প্রত্যেক ভাই ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ তিনের তৃতীয় নয় এবং পৈত্রিক সম্পত্তির 'তিন ভাগ করিয়া এক ভাগের হকদার হইবেন না? খ্রীষ্টানগণ শিরকি আকীদায় 'তছলিছ ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া এই 'তছলিছ' শব্দটিও কি অপবিত্র হইয়া পাক চুরি, পাক ব্যভিচারের মত হইবে?

খ্রীষ্টানগণ "পবিত্র পুত্র" বলিতে "খোদার পুত্র মছিহ' বুঝেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, খ্রীষ্টানদের এই মুশরেকী ব্যবহারের দরুন মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব কি 'পবিত্র পুত্র' এবং 'পবিত্র পিতা' এই শব্দগুলির ব্যবহার ছাড়িয়া দিয়াছেন? না খোদা ছাড়া আর কাহারও পিতাকে বা পুত্রকে, এমন কি, নিজের পিতা বা পুত্রকে পবিত্র বিশ্বাস করেন না?

খ্রীষ্টানগণ মুশরেকী আকীদা 'মতে পবিত্র পুত্র', 'পবিত্র পিতা' ও 'তছলিছ' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে বলিয়া এই শব্দগুলির সাধারণ অর্থানুযায়ী ব্যবহার পরিত্যক্ত হইবার কোন কারণ নাই। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এইরূপ উক্তি দ্বারা তাঁহার সাধারণ বুদ্ধিরও যে নিতান্তই অভাব আছে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

৩নং আপত্তি

"মীর্যা সাহেব তওজিহে-মারামের ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

ایک ایسا وجود اعظم جس کے بے شمار ہاتھ بے شمار پیر ہیں اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہاء عرض اور طول رکھتا ہے اور تندوے کی طرح اس میں تاریں بھی ہیں

অর্থাৎ,—সেই শ্রেষ্ঠতম অস্তিত্বের অসংখ্য হস্ত, অসংখ্য পদ এবং তাঁহার অঙ্গসমূহ গণনাতীত এবং অসীম দৈর্ঘ-প্রস্থ-বিশিষ্ট এবং মাকড়সার জালের ন্যায় তাঁহার তার সকল আছে। ……… মীর্যা সাহেব কোরআনের বিপরীত হিন্দুদের মতের পৃষ্ঠ পোষকতা করিতেছেন।"

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর এবারত সম্পূর্ণ উল্লেখ না করিয়া

তাঁহার বর্ণনার বিকৃত অর্থ করিয়াছেন। পাঠকের অবগতির জন্য সমাক এবারত এস্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি ঃ—

یہ تمام عالم مع اپنے جمیع اجزاء کے اُس علت العلل کے کاموں اور ارادوں کی انجام دھی کے لئے سچ مچ اُس کے اعضاء کی طرح واقع ہے جو خود بخود قائم نہیں بلکہ ہر وقت اُس روح اعظم سے قوت پاتا ہے جیسے جسم کی تمام قوتیں جان کی طفیل سے ہی ہوتی ہیں اور یہ عالم جو اُس وجود اعظم کے لئے قائم مقام اعضا کا ہے اُس میں ایسی ہیں کہ گویا اُس کے چہرہ کا نور ہے جو ظاہری یا باطنی طور پر اُس کے ارادوں کے موافق روشنی کا کام دیتی ہیں اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ گویا اُس کے ہاتھ ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ گویا اس کے پیر ہیں اور بعض اس کے سانس کی طرح ہیں - غرض یہ مجموعہ عالم خدائے تعالی کے لئے بطور یک اندام کے واقعہ ہے اور تمام آب و تاب اُس اندام کی اور ساری زندگی اسکی اُس روح اعظم سے ہے جو اسکی قیوم ہے اور جو کچھ اس قیوم کی ذات میں ارادی حرکت پیدا ہوتی ہے وہی حرکت اس اندام کے کل اعضا یا بعض میں جیسا کہ اس قیوم کی ذات کا تقاضا ہو پیدا ہو جاتی ہے اس بیان مذکورہ بالا کی تصویر دیکھلانیکے لئے تخیلی طور پر ہم فرض کرسکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جسکے بے شمار ہاتھ بیشمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لاانتہاء عرض وطول رکھتا ہے اور تندوی کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں یہی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں - اور کشش کا کام دے رہی ہیں یہ وہی اعضاء ہیں جنکا دوسرے لفظوں میں عالم نام ہے

(توضیح مرام ص ۸۵)

পাঠক দেখিতে পাইলেন, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই এবারতের মধ্যে কি সুন্দর এবং পরিকার ভাবে বিশ্বের সঙ্গে বিশ্ব স্রষ্টার সম্পর্ক বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে! এই জড় দেহের মধ্যে যেমন আত্মা বিদ্যমান থাকিয়া দেহের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছি এবং এই দেহস্থিত আত্মা যেমন দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি দ্বারা নিজের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকে, এই রকম বিশ্বস্রষ্টার বিরাট অস্তিত্ব নিজ ইচ্ছা এই বিশ্বের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের কিংবা সমস্ত বিশ্বের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর বিশ্ব-স্রষ্টার বিরাট অস্তিত্বের বিদ্যমানতাই বিশ্বের রক্ষা ও বিদ্যমানতার কারণ হইতেছে। আল্লার ইচ্ছা ব্যতিরেকে একটি গাছের পাতাও নড়ে না।

হযরত মসিহ মাউওদ (আঃ) রূপক ভাবে কাল্পনিক চিত্র মানস পটে অঙ্কিত করিয়া নিরাকার বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধে পরিকার দৃষ্টান্ত দ্বারা যে ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন তাহা পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই বর্ণনার খানিকটা পেশ করিয়া যে-বিকৃত অর্থ করিয়া হিন্দুদের মুশরিকী আকীদার পোষাকতা বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—তাহার কোন রূপ আভাষও এই এবারতে পাওয়া যায় না।

আল্লাহ্‌তালা সম্বন্ধে—ليس كمثله شيء—তাঁহার তুল্য কোন বস্তু নাই" একথা সত্য; কিন্তু এই অতুলনীয় খোদাকে বুঝাইবার জন্য, তাঁহার বিরাট অস্তিত্ব এবং শক্তি সমূহের পরিচয় দিবার জন্য মানুষের ভাষায় দৃষ্টান্ত আছে। আল্লাহ্‌তালা নিজের ও তাঁহার নিজের অস্তিত্বের কথা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা:—

الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح - المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة الاية -

"আল্লাহ্ আসমান এবং জমির আলো। তাঁহার আলোর দৃষ্টান্ত একটি তাকের মত যাহাতে প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই প্রদীপটী একটি কাচের মধ্যে, সেই কাচ যেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। সেই প্রদীপটি জয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, ইত্যাদি।"

এই দৃষ্টান্ত পাঠ করিয়া আল্লাহ্-তালার বিরাট অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন মোসলমান মূর্খও আল্লাহ্‌তালাকে সাকার ধারণা করিবে না। কিন্তু মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের ভিতরে আল্লাহর যদি একটুও ভয় বিদ্যমান থাকিত তাহা হইলে তিনি এরূপ জঘন্য প্রকারের ধোকা দিবার জন্য হযরত মসিহে মাওউদের (আঃ) কালামের বিকৃত অর্থ করিবার চেষ্টা পাইতেন না।

৪নং আপত্তি

"মীর্যা সাহেব কোরআনের বিপরীত একে ত খোদাকে সাকার ধারণা করিলেন, দ্বিতীয়তঃ দুনিয়াতে তাঁহার দর্শন লাভের দাবী করিলেন।"

উত্তর

মিথ্যা কথা, মৌলানা সাহেব নিজের এই মন্তব্য প্রমাণ করিবার জন্য হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর যে-উর্দ্দু এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা দ্বারাও মৌলানা সাহেবের এই মন্তব্য প্রমাণ হয় না। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর—

خدا قریب ہوجاتا ہے اور کسی قدر پردہ اپنے پاک اور روشن چہرہ سے جو نور محض ہے اتار دیتا ہے

এই কথা দ্বারা কেমন করিয়া মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব বুঝিলেন যে, খোদাকে সাকার বলা হইয়াছে? খোদার দর্শন লাভ আধ্যাত্মিক চক্ষু-বিহীন লোকদের জন্য ধারণার অতীত হইলেও সাহেবে-এলহাম ও সিদ্ধ পুরুষগণ এই পৃথিবীতেও আল্লার দীদার লাভ করিয়া থাকেন। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের কথা দ্বারা বুঝা যায়, তিনি এই দুনিয়াতে আল্লার দর্শন লাভ সম্ভবপর মনে করেন না, পরকালে আল্লাহ্‌র দীদারকে সম্ভবপর মনে করেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, পরকালে কি আল্লাহ্ সাকার হইয়া পড়িবেন? যে-আয়াতটির কথা মৌলানা সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ উল্লেখ করিলে মৌলানা সাহেব এই আপত্তি করিতে পারিতেন না। আয়াতটি এই:—

لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ○

"চক্ষু সকল তাঁহাকে দেখিতে পারে না, তিনি চক্ষু সমূহে দর্শন দান করেন।"

দ্বিতীয়তঃ এই আয়াত সম্বন্ধে ইমাম গাজ্জালী লিখিয়াছেন:—

انکھیں پورے طور پر اور جملہ اطراف سے خدائے تعالی کا احاطہ نہیں کر سکتیں جیسے کہ جسم کر دیکھنے سے اسکی ہر خصوصیت کا اندازہ ہو سکتا ہے ویسے ہی خدا کا ایک ایک اندازہ انکھوں کے استعداد سے باہر ہے -

(علم الکلام ص ۸۲)

আবার 'নেবরাছ' (সরেহ আকায়েদে নছফীর সরাহ) কিতাবে লিখিত আছে:—

لا تسلم ان الادراک هو الرؤية مطلقا بل هو الرؤية على وجه الاحاطة . يقال رأيت الهلال وما ادركته الغيم فالمنفى مع الرؤية على وجه الاحاطة لا الرؤية مطلقا (ص ٢٥)

'এদরাক শব্দের অর্থ—পূর্ণ ভাবে সব দিক্ দিয়া ব্যাপক ভাবে দেখা. সাধারণ দেখাকে এদরাক বলে না।'

এই জন্য হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বলিয়াছেন—আল্লাহ্‌তালা کسی قدر پردہ "কতেক কতেক পরদা" উঠাইয়া দেখা দেন।

অতএব এই আয়াতে পূর্ণ দর্শনকে অসম্ভব বলা হইয়াছে, আল্লার আংশিক দর্শনকে অসম্ভব বলা হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, لا تدركه الابصار – চক্ষু সকল তাঁহাকে দেখিতে পারে না।'—এই কথার অর্থ চর্ম্মচক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পারে না বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক চক্ষু তাহাকে দেখিতে পারে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) জড় চক্ষুর বা চর্ম্ম চক্ষুর দেখার কথা বলেন নাই। তিনিও আধ্যাত্মিক চক্ষু, মানস চক্ষুর কথাই বলিয়াছেন। কোরআন শরীফে আসিয়াছে ঃ—

ومن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا

"যে ব্যক্তি আল্লার দীদার লাভ করিতে চায় সে যেন ভাল কাজ করে।" এই মর্ম্মের বহু আয়াত কোরআন শরীফে বিদ্যমান আছে। 'দীদারে এলাহী' মুসলমানদের সর্ববাদী সম্মত আকীদা। মৌলানা সাহেব এই দীদারে-এলাহি অস্বীকার করিতে চান কি?

বস্তুত ঃ—

من كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى -

"যাহারা এই পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক চক্ষুতে অন্ধ থাকিবে তাহারা পরকালেও অন্ধ থাকিবে।" এত বড় বিরাট অন্ধত্ব নিয়া মৌলানা সাহেব আল্লাহর দীদারের মর্ম্ম বুঝিবেন কেমন করিয়া?

হযরত মুসা (আঃ)-এর সঙ্গেও আল্লাহ্‌তালা জড় চক্ষুর দৃষ্টির কথা অস্বীকার করিয়াছেন — لن ترانى —"তুমি আমাকে দেখিতে পার না।" এই সহজ কথাটাও মৌলানা সাহেব বুঝিতে পারিলেন না।

اذا قل دين المرء قل قياسه

"ধর্মভাব কমিয়া গেলে বিবেক বুদ্ধিও কমিয়া যায়।

হযরত মসিহে মওউদ আঃ-এর এলহাম, কাশ্‌ফ ও স্বপ্ন

৫নং আপত্তি

মীর্যা সাহেব বারাহীনে-আহমদিয়া ৫৫৫/৫৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

اغفر وارحم من السماء ربنا عاج

"আজ শব্দের অর্থ হস্তির দাঁত, হস্তির হাড়, গোবিষ্ঠা ইত্যাদি।"

উত্তর

عاج শব্দের মর্ম প্রথমে হযরত মসিহে মাওউদ আঃ-এর উপর ব্যক্ত না হওয়ার কথা স্বীকার করা হযরত মসিহে মাওউদ আঃ-এর সততার এক জলন্ত প্রমাণ, অবশ্য বিবেকশীল ধার্মিকের জন্য' কারণ যে-শব্দের মর্ম নিজেই বলিতে পারেন না, নিজের এলহামে এরূপ শব্দ বর্ণনা করায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, এই শব্দগুলি তিনি নিজের তরফ হইতে বানাইয়া পেশ করেন নাই। বানাইয়া পেশ করিবার হইলে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের মত লোকে গান্দা, নাপাক এবং আল্লাহের মহিমার অনোপযোগী অর্থ করিবার সুযোগ পাইত না।

কখন কখন নবীদের উপরও যে এমন শব্দ এলহাম হয় যাহা স্বয়ং আল্লার নবীগণও বুঝিতে পারেন না তাহা মৌলানা সাহেবও অস্বীকার করিতে পারেন না। কোরআন শরীফের মধ্যে কোন কোন সূরার

প্রথম ভাগে কতিপয় অক্ষর এই রকম আছে যাহার কোন অর্থ বোধগম্য হয় নাই। তাহাকে—

— مقطعات قرانی —

'মুকাত্বায়াতে-কোরানী" বলে। যেমন, الم ইত্যাদি। এইরূপ মুকাত্বয়াতে—কুরানী সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

في قوله تعالى الم وما يجري مجراه من الفواتح قولان احدهما ان هذا العلم مستور وسر محجوب استأثر الله تبارك وتعالى به قال ابو بكر الصديق في كل كتاب سر وسره في القران اوائل السور - (تفسير كبير جلد ا ٢٢٧)

'মুকাত্বয়াত সম্বন্ধে একমত এই যে, ইহা গুপ্তজ্ঞান এবং প্রচ্ছন্ন রহস্য। হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক কিতাবে আল্লাহ্‌ তালার গোপন রহস্য আছে, আর কোরানের মধ্যে আল্লার গুপ্ত রহস্য সূরাগুলির প্রাথমিক অংশ।" অতএব হযরত মসিহে মাওউদ আঃ-এর উপর এই 'আজ' শব্দটির মর্ম উদ্‌ঘাটিত না হইয়া থাকিলেও আপত্তি করার কোন কারণ নাই।

পক্ষান্তরে, হযরত মসিহ মাওউদ, আঃ, যখন নিজে কোন অর্থ করেন নাই তখন কোন বিরুদ্ধবাদীর পক্ষে নিজের মনগড়া অর্থ করিয়া আপত্তি করা বড় অন্যায়।

যে-শব্দটি আল্লা সম্বন্ধে ব্যবহার হইয়াছে সেই শব্দটির অর্থ গোবিষ্ঠা ইত্যাদি করা মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। সাধারণ জ্ঞান, সম্পন্ন ব্যক্তিও এই সোজা কথাটা বুঝিতে পারে যে প্রত্যেক শব্দের অর্থ স্থানানুযায়ী করিতে হয়।

যাহা হউক, এখন এই عاج শব্দটির অর্থ আমরা আরবী ভাষা হইতে করিয়া দিতেছি। عاج শব্দের দুই অর্থ হইতে পারে—প্রথমতঃ عاج শব্দটি عجوث হইতে اسم فاعل (কর্তৃবাচ্য বিশেষ্য)। ইহার অর্থ—এতিম শিশুকে দুধ পান করান। এই হিসাবে পূর্বোল্লিখিত এলহামী এবারত— ربنا عاج এর অর্থ হইবে—আমাদের রব, যিনি আমাদের এতিমি এবং অসহায় অবস্থায় খাটি দুগ্ধ পান করান। এই অর্থ আরবী অভিধান— منتهى الارب কিতাবে লিখিত আছে।

দ্বিতীয়তঃ, عاج শব্দটি عج হইতে اسم فاعل বা কর্তৃবাচ্য বিশেষ্য। عج عجا عجيجا শব্দের অর্থ - রব উচ্চ করিয়াছে, উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়াছে। এই অর্থে এক হাদীস আসিয়াছে—افضل الحج العج والثج।

"রব উচ্চ করিয়া আল্লাহ্‌কে ডাকা ও কোরবাণী করা উচ্চাঙ্গের হজ।" এই হিসাবে ربنا عاج এলহামী এবারতটির অর্থ হইবে :—আমাদের যিনি রব তাঁহার রব উচ্চ হইবে,—অর্থাৎ তাঁহার বাক্য প্রবল হইবে (الله اكبر ، اعلا হইবে)।

মৌলানা রুহল আমীন সাহেব আল্লাহতালার শান উপযোগী পরিষ্কার অর্থ না করিয়া উক্ত এবারতের নাপাক অর্থ করিয়া নাপাক মানসিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

৬নং আপত্তি

মীর্যা সাহেব "হকিকাতুল-ওহি" কেতাবের ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

پس روحانی طور پر انسان کے لئے اس سے بڑھکر کوئی کمال نہیں کہ وہ اس قدر صفائی حاصل کرے کہ خدائے تعالی کی تصویر اس میں کھینچی جاوے…

আরও তিনি "তওজিহে-মারাম" পুস্তকে ৭৮।৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

وہ خدا اے سانس کی ہوا یا آنکھ کے نور کی طرح (خدائے تعالی سے) نسبت رکھتا ہے اور خدا کی جنبش کے ساتھ ہی وہ بھی جنبش میں آتا ہے جیسا کہ اصل کے جنبش سے

سا یہ کا ہلانا طبعی طور پر ضروری امر ہے۔۔۔ تو معًا اسکی ایک عکسی تصویر جسکو روح القدس کے نام سے موسوم کرنا چاہئے محب صادق کے دل میں منقش ہو جاتی ہے

"আমাদের এবং প্রত্যেক মোসলমানের পক্ষে ইহা জানা ওয়াজিব যে আমাদের, প্রতিপালক আকৃতিধারী ও অবয়ব-ধারী নহেন। খোদা জিছিম নহেন, সাকার নহেন, তাঁহার ফটো, ছায়া ও প্রতিচ্ছায়া হইবে কিরূপে?

উত্তর

মৌলানা রূহল আমীন সাহেব এই আপত্তির ভিত্তিস্বরূপ যে-দুইটি 'হওয়ালা' উদ্ধৃত করিয়াছেন ইহাকে কাট-ছাট করিয়া তহরীফ ও বিকৃত অর্থ করিয়াছেন। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর হাকিকাতুল-ওহির আসল এবারত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

روحانی طور پر انسان کے لئے اس سے بڑھکر کوئی کمال نہیں کہ وہ اس قدر صفائی حاصل کرے کہ خدائے تعالیٰ کی تصویر اس میں کھینچی جائے اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے انی جاعل فی الارض خلیفۃ یعنی میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں یہ ظاہر ہے کہ تصویر ایک چیز کی اصل صورت کی خلیفہ ہوتی ہے یعنی جانشین اور یہی وجہ ہے کہ جس جس موقعہ پر اصل صورت میں اعضاء واقع ہوتے ہیں اور خط و خال ہوتے ہیں اسی موقعہ پر تصویر میں بھی ہوتے ہیں اور حدیث شریف نیز توراۃ میں بھی ہے کہ خدائے تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا - پس صورت سے مراد یہی روحانی تشابہ ہے (حقیقۃ الوحی)

(১) আধ্যাত্মিক ভাবে মানুষের পক্ষে এর চেয়ে অধিকতর পূর্ণত্ব আর কিছুই হইতে পারে না যে, সে এই পরিমাণ চিত্তশুদ্ধি লাভ করে যেন আল্লাহ-তা'লার প্রতিচ্ছবি তাহার মধ্যে অঙ্কিত হইয়া যায়। এই তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করিয়া-ই আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন, 'আমি পৃথিবীর মধ্যে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব"

انی جاعل فی الارض خلیفۃ—

ইহা জানা কথা যে, কোন বস্তুর ছবি তাহার প্রকৃত আকৃতির প্রতিনিধি অর্থাৎ স্থলবর্ত্তী হইয়া থাকে। এই জন্যই প্রকৃত আকৃতির যেখানে যে-যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে ছবিতেও ঠিক ঠিক সেই সেই খানে সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিদ্যমান থাকে। হাদিছ শরীফে এবং তৌরাত কিতাবে উল্লেখ আছে, আল্লাহ্‌তা'লা মানুষকে তাহার নিজ মূর্ত্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব ছবির অর্থ—আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য।"

পাঠক দেখিতে পাইলেন, এই এবারতের মধ্যে অতি পরিষ্কার ভাবে হযরত মসিহে মাওউদ, (আঃ) ছবি বা তছবীর শব্দটি রূহাণী ও আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্যের অর্থে রূপকভাবে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) এখন "তওজিহে-মারামের এবারতও দেখুন :—

یہ امر ضروری ہے کہ وحی کے القاء یا ملکۂ وحی کے عطا کرنیکے لئے بھی کوئی مخلوق خدائے تعالیٰ کے الہامی اور روحانی ارادہ کو بمنصۂ ظہور لانیکے لئے ایک عضو کی طرح بنکر خدمت بجا لاوے جیسا کہ جسمانی ارادوں کے پورا کرنیکے لئے بجا لا رہے

ہیں - سو روح ہی عضو ہے جسکو دوسرے لفظوں
میں جبریل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے
جو بتبعیت حرکت اس وجود اعظم کے
سچ مچ ایک عضو کی طرح بلا توقف حرکت
میں آجاتا ہے یعنی جب خدا تعالی محبت
کرنے والے کے دل کی طرف رجوع کرتا
ہے تو حسب قاعدہ مذکورہ بالا جسکا ابھی
بیان ہو چکا ہے جبریل کو بھی جو سانس کی
ہوا یا آنکھ کے نور کی طرح خدا تعالی سے
نسبت رکھتا ہے اس طرف ساتھ ہی حرکت کرنی
پڑتی ہے یا یوں کہو کہ خدا تعالی کی جنبش
کیساتھ ہی وہ بھی بلا اختیار و بلا ارادہ
اسی طور سے جنبش میں آجاتا ہے جیسا کہ
اصل کی جنبش سے سایہ کا ہلنا طبعی طور پر
ضروری امر ہے - پس جب جبریلی نور خداتعالی
کی کشش اور تحریک اور نفخۂ روحانیہ
سے جنبش میں آجاتا ہے تو معا اسکی ایک
عکسی تصویر جسکو روح القدس کے ہی نام سے
موسوم کرنا چاہئے محب صادق کے دل میں
منقش ہو جاتی ہے اور اسکی محبت صادقہ
کا ایک عرض لازم ٹھہر جاتی ہے تب یہ قدرت
خدا تعالی کی آواز سننے کے لئے کان کا فائدہ
بخشتی ہے اور اسکے عجائبات کے دیکھنے
کے لئے آنکھوں کا قائم مقام ہو جاتی ہے اور
اسکے الہامات زبان پر جاری ہونیکے لئے
ایک ایسی محرک حرارت کا کام دیتی ہے
جو زبان کے پہیہ کو الہامی خط پر چلاتی ہے

পাঠক দেখিতে পাইলেন, এই এবারতের মধ্যে কি আল্লাহতা'লার তছবিরেরর কোন কথা আছে? সমস্তটা এবারত পাঠ করিলে পরিকার দেখা যায় যে, রূপকভাবে জিব্রাইলী জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হওয়ার কথা উল্লেখ হইয়াছে।

রূপক ভাবে আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য এবং জিব্রাইলী জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হওয়ার কথার মধ্যে কোনরূপ শিরকের গন্ধ পাওয়া যায় কি?

নিরাকার বিশ্বস্রষ্টার সাকার তছবীর অসম্ভব; কিন্তু নিরাকার গুণাবলীর রূপক ভাবে কাল্পনিক প্রতিকৃতিতে প্রকাশ করিবার ব্যবহার প্রত্যেক ভাষায় বিদ্যমান আছে। অমুক ব্যক্তি ভালবাসার প্রতিমূর্ত্তি. অমুক ব্যক্তি মূর্ত্তিমান ক্রোধ, এরূপ ব্যবহার কোন ভাষায়ই নিতান্ত অপ্রচুর নয়। ভালবাসা এবং ক্রোধ কোন সাকার বস্তু নয়, কিন্তু এই দৃষ্টান্তে ভালবাসা এবং ক্রোধকে মূর্ত্তিমান করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

এই রকম - تخلقوا با خلاق الله আল্লার গুণে গুণান্বিত হও صبغة الله আল্লার রঙ্গে রঙ্গীন হও, আল্লাহ ও রসুলের কালামে ব্যবহৃত হইয়াছে। মানুষ সাকার হইয়াও আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত এবং আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঙ্গীন হইতে পারে। এই রকম হযরত রসুল করীম সাঃ বলিয়াছেন:—

خلق الله آدم على صورته (فصوص الحكم)

"আল্লাহতা'লা আদমকে নিজ মূর্ত্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

এই সমস্ত এবারতে আধ্যাত্মিক ভাবে আল্লার গুণে গুণান্বিত হওয়াকেই আল্লার রঙ্গে রঙ্গীন হওয়া এবং আল্লার মূর্ত্তিতে সৃষ্ট হওয়া বলা হইয়াছে।

নতুবা সকল মোসলমানই জানেন যে, আল্লার কোন রং নাই, রং ত সাকার বস্তুর হইয়া থাকে। এই রকম আল্লাহ্‌তা'লার কোন জড় মূর্ত্তি কোন মোসলমান কল্পনা করিতে পারে না। অতএব উক্ত হাদিসে আল্লার মূর্ত্তি অর্থ—আল্লার গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নহে।

মূর্খ আপত্তি কারক "আল্লার ছায়া" শব্দকে মুশরেকী আকীদা বলিয়াছেন। তিনি জানেন না—

السلطان ظل الله "সম্রাট আল্লার ছায়া"—এই রূপক ব্যবহার সাধারণ ভাবে ইসলামিক সাহিত্যে প্রচলিত আছে। এই রূপক বাক্যটি দ্বারা কোন অশিক্ষিত মোসলমানও ইহা বুঝিবে না যে, আল্লাহ্‌র কোন আকার আছে এবং আল্লাহ্‌র ছায়া অর্থ জড় আকৃতির ছায়া।

এই রকম রূপকের ব্যবহার কোরআন শরীফেও প্রচুর বিদ্যমান আছে।

السموات مطويات بيمينه (زمر ع ٧)

—',আসমান সমূহ আল্লার দক্ষিণ হস্তে জড়িত হইয়া যাইবে।"

والسماء بنيناها بايد و انا لموسعون

(ذاريات ع ٣)

"আছমান সমূহকে আমি হাত সমূহ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমি নিশ্চয়ই প্রশস্তকারী।"

يد الله مبسوطتان (مائدة ع ٩)

"আল্লার দুই হাতই প্রসারিত আছে।"

قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمان -

"মোমেনের হৃদয় আল্লাহর দুই অঙ্গুলির মধ্যে অবস্থিত"। (মেশ্‌কাত)

كل شيء هالك الا وجهه (القصص)

"আল্লাহর চেহারা ছাড়া সমস্ত বস্তুই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।"

حتى يضع رب العزة فيها قدمه (مسلم)

"এমন কি আল্লাহতালা জাহান্নামের মধ্যে তাঁহার পদ রাখিবেন।"

يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون (القلم)

"যে দিন খোদার পায়ের গোছা উলঙ্গ করা হইবে এবং সেজদার দিকে আহ্বান করা হইবে তখন কাফেররা সেজদা করিতে সক্ষম হইবে না।"

এই রকম ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত কোরআন এবং হাদীছে বিদ্যমান থাকিতে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বর্ণনাকে মুশরেকি বর্ণনা বলা মূর্খতার পরিচায়ক নহে কি?

উপরোক্ত দীর্ঘ এবারতের মধ্যে আল্লাহ্‌র জ্যোতির্ম্ময় সৃষ্টি—ফেরেস্তাদের এবং বিশেষতঃ জিব্রাইল ফেরেস্তার 'হকিকত' বা তত্ত্ব, মানবাত্মার সঙ্গে মানব-দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তাহাদের ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত দ্বারা যে-ভাবে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন তাহা দেখিয়া কোন খোদা—পরস্ত জ্ঞানী মোসলমান মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না।

বস্তুতঃ, মানুষের আত্মার মধ্যে যখন কোন কাজ করিবার ইচ্ছা উপস্থিত হয় তখন মানব-দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যেমন সেই ইচ্ছার পূর্ণ তাবেদারী করিয়া থাকে এবং আত্মার ইচ্ছাকে পূর্ণ করিতে যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কখনও অস্বীকার করে না, অস্বীকার করিতে পারে না, এই রকম আল্লার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে ফেরেস্তাগণ আধ্যাত্মিক জগতের এবং জড় জগতের কার্য্যগুলি সমাধান করিয়া থাকে। মানব হৃদয়ে কোন বস্তুকে দর্শন করিবার ইচ্ছা করিবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন চক্ষুর জ্যোতিঃ সেই দিকে ধাবিত হয়, কোন বস্তুকে ধরিবার ইচ্ছা মনে উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন হস্ত সেই বস্তুর দিকে প্রসারিত হয়, মনের মধ্যে কোন কথা ব্যক্ত করিবার যখন ইচ্ছা হয় তখন যেমন জিহ্বা সেই ইচ্ছার তাবেদারী করিয়া নড়িতে আরম্ভ করে, এই রকম ফেরেস্তাগণ ঐশী ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিতে আরম্ভ করে।

يفعلون ما يؤمرون

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) ফেরেস্তা সম্বন্ধে কোরআন শরীফের এই বাক্যটিকে কি সুন্দর রূপক ভাষায় দৃষ্টান্ত দিয়া পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইহার মাধুর্য্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কিন্তু আধ্যাত্মিকতার প্রস্রবণ হইতে যাহারা বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, ধর্মকে ব্যবসার পণ্য দ্রব্যের মত করিয়া যাহারা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে—রূহানীয়তের আলো যাহাদের ত্রিসীমানায়ও পৌঁছিতে পারে না তাহারা কেমন করিয়া এ সমস্ত তত্ত্ব উপলব্ধি করিবে?

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই বর্ণনার খানিকটা উল্লেখ করিয়া যে তরজমা করিয়াছেন তাহাতেও "খোদার প্রতিচ্ছায়া সত্যপরায়ন লোকের অন্তরে অঙ্কিত হইয়া পড়ে" লিখিয়াছেন; ছায়া অন্তরে অঙ্কিত হওয়ার কথা লিখিবার সময় সরল মন নিয়া চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিতেন, অন্তরে অঙ্কিত হয় যে ছায়া তাহা সাকার হইতে পারে না।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এই প্রকার কথা বার্তায় জ্ঞানী জনমাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, রূহানীয়ত তাহার জীবনে কখনও ছায়া পাত করে নাই।

মসিহে মাওউদ (আঃ) ফটো উঠাইয়া মুরীদগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেন ইহা মৌলানা সাহেবের জাজ্জ্বল্যমান মিথ্যা।

৭নং আপত্তি

(১) انت منی بمنزلة توحیدی و تفریدی

(২) انت منی بمنزلة بروزی

(৩) سرك سری

(৪) ظهورك ظهوری

(৫) انت منی و انا منك

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় মীর্যা ছাহেব খোদার অদ্বিতীয়, খোদার অংশ, তাঁহার অবতার ও পূর্ণ খোদা হওয়ার দাবী করিয়াছেন, ইহা কি কাফেরী মূলক মত সহে?

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর উপরোক্ত এলহামগুলি হইতে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যাহা বুঝিয়াছেন তাহাতে মৌলানা সাহেবের বুদ্ধির ও বিদ্যার বাহাদুরী স্বীকার করিতে হইবে।

অন্যায় হঠকারিতার পটি চক্ষু হইতে খুলিয়া ফেলিলে মৌলানা সাহেব কেন, যে-কোন বুদ্ধিমান আরবী-জানা লোক বুঝিতে পারিবে যে, ইহাতে কোন কাফেরী মূলক কথা নাই।

(১) انت منی بمنزلة توحیدی و تفریدی

এই এলহামের অর্থ—তুমি আমার তৌহীদ ও তফরীদের মত অর্থাৎ আমি আমার তৌহীদকে যেমন ভালবাসি তোমাকেও তেমনি ভালবাসি। আমি আমার তৌহীদের প্রচার যেমন চাই তোমার প্রচারও তেমনই চাই।

বস্তুতঃ যখন অধর্ম্মের প্রভাব পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আল্লাহর তৌহীদ যখন পৃথিবী হইতে লুপ্ত প্রায় হয় আল্লাহতায়ালা তাঁহার তৌহীদের প্রচার করিবার জন্য নবী পাঠাইয়া থাকেন। ইহাই আল্লহতা'লার চিরন্তন নিয়ম। দুনিয়ার মানুষের জন্য আল্লাহর তৌহীদের প্রতি ইমান আনা যেমন প্রয়োজনীয় আল্লার প্রতি ইমান আনাও তেমনি প্রয়োজনীয়। কোন ব্যক্তি শুধু তৌহীদের উপর ইমান আনিয়া যদি আল্লার নবীর প্রতি ইমান না আনে তবে সে কখনও মোমেন হইতে পারে না, যেমন তৌহীদের প্রতি ইমান না আনিয়া কখনও মোমেন হইতে পারে না।

অতএব আল্লার নবী যে আল্লার তৌহীদের মত আল্লার বিধানে ইমানের এক সর্ত্তরূপে পরিগণিত ইহা কোন মোসলমান অস্বীকার করিতে পারে না।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-ও আল্লার তরফ হইতে প্রেরিত নবিউল্লা হইবার দাবী করিয়াছেন। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও প্রতিশ্রুত মসিহকে নবিউল্লা বলিয়া উল্লেখ করিয়ছেন। অতএব প্রতিশ্রুত মসিহ নবিউল্লার প্রতি ইমান আনাও যে আল্লার তৌহীদের প্রতি ইমান আনার মত প্রয়োজনীয়, এই এলহামে তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে।

(২) انت منی بمنزلة بروزی

'তুমি আমার বিকাশ স্থানীয়, এবারতের অর্থ মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব করিয়াছেন, তুমি আমার রূপান্তরের মত। বরোজ অর্থ রূপান্তর করা মৌলানা সাহেবের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত অদ্ভূত অর্থ; ভাষা ইহা সমর্থন করে না। বরোজ শব্দের অর্থ প্রকাশ বা বিকাশ।

মানুষকে আল্লাহ্‌তা'লা নিজ মূর্ত্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন কথার অর্থ—মানুষকে আল্লাহতা'লা এমন সব শক্তি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে মানুষ আংশিক ভাবে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হইতে পারে —আল্লাহ যেমন রহীম, করিম, দয়ালু, কৃপালু তেমনি মানুষও আল্লার গুণের অনুকরণ করিয়া এই সমস্ত গুণ আয়ত্ত করিতে পারে। আল্লাহর মধ্যে করুণা আছে মানুষের মধ্যেও করুণা আছে। আল্লাহর মধ্যে ক্ষমা করিবার গুণ আছে মনুষের মধ্যেও ক্ষমা করিবার গুণ আছে। এই জন্যই মনুষকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হইয়াছে যে, মানুষ নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হইতে পারে। আর যে ব্যক্তি যত খানি আল্লাহ গুণে গুণন্বিত হয় ততখানি আল্লাহর প্রিয় এবং সৎলোক বলিয়া গণ্য হয়।

এক জনের গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে ছুফিদের পারিভাষায় তাহার বরূজ' বলা হয় যেহেতু দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির গুণ প্রকাশ করে।

এই রকম যে-সকল মহাপুরুষ বা আল্লার প্রেরিত নবিগণ আসিয়া আল্লার অস্তিত্ব এবং আল্লার গুণাবলী প্রকাশ করেন তাঁহাদিগকে আল্লার মজহার বা বরূজ বলা হয়। আরবী ভাষায় সাধারণ জ্ঞানের অভাব না থাকিলে মৌলানা সাহেব ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, بروز বরূজ আর ظهور বা মজহার শব্দ একই অর্থে ব্যবহার হয়। অতএব আল্লার মজহারকে যে আল্লার বরূজ বলা যাইতে পারে, ইহাতে কোন স্থির-মস্তিষ্ক আপত্তি করিতে পারে না।

অতএব "তুমি আমার বরূজ স্থানীয় অর্থাৎ আমার মাজহার নবীদের স্থানীয় এই কথার উপরও আপত্তি করিবার কিছুই নাই।

"তোমার গুপ্ত-তত্ব আমার গুপ্ত-তত্ব'

(৩) سرك سرى

এই কথার মধ্যে মৌলানা সাহেবের বুদ্ধি কি আপত্তি চিন্তা করিয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আল্লার সম্বন্ধ আছে। আল্লাহ্, প্রত্যেক ব্যক্তিরই গুপ্ত-তত্ব অবগত আছেন এবং একের গুপ্ত কথা অন্যের কাছ থেকে গুপ্ত রাখেন, কাহারও কাছে প্রকাশ করেন না। তিনি ছাত্তার।

অতএব "তোমার গুপ্ত তত্ব আমার কাছে গোপনে আছে, আমি ইহা কাহারও কাছে প্রকাশ করি না" এই কথায় কি আপত্তি হইতে পারে?

শুনুন একজন গুপ্ত তত্ব জ্ঞানী অলিউল্লার কথা হযরত সৈয়দ আবদুল কাদির জিলানি তাঁহার ফতহুল গায়েব কিতাবে লিখিয়াছেন:—

مع كل واحد من رسله وانبيائه واوليائه سر لا يطلع على ذالك احد غيره حتى انه قد يكون المريد سر لا يطلع عليه شيخه *

"আল্লাহ্-তা'লার প্রত্যেক রসুল, নবী এবং অলিদের সঙ্গে গুপ্ত-তত্ব আছে যাহা অন্য কেহই

জানিতে পারে না। এমন কি, অনেক সময় মুরীদের গোপন রহস্য সম্বন্ধে তাঁহার পীরও অবগত হয় না। (ফতহুল-গায়েব. ১৭ মাকালা)

হযরত মসিহে মাওউদ আঃ এর উপরও এই রকম রূহাণী গোপন রহস্যের কথাই আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন।

জানি না, এই কথা পাঠ করিয়া মৌলানা সাহেব হযরত পীরাণে পীর সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানির প্রতি কি ফতওয়া দিবেন!

(৮) ظهورك ظهوري

"তোমার প্রকাশই আমার প্রকাশ।"

এই এলহামকেও মৌলানা সাহেবের বুদ্ধি আপত্তিকর সাব্যস্ত করিয়াছে। কিন্তু কি আপত্তি ইহাতে থাকিতে পারে বুঝিতে পারিলাম না।

উপরোক্ত বর্ণনায় আমি বুঝাইয়া আসিয়াছি যে, তাঁহারা আল্লার মাজহার অর্থাৎ তাঁহাদের দ্বারাই আল্লার অস্তিত্ব ও আল্লার প্রতি বিশ্বাস করার উজ্জ্বল নিদর্শন প্রকাশ হয়। অধর্ম প্রভাবিত নাস্তিক জগতে নবিগণই আল্লাহকে প্রকাশ করেন।

অতএব আল্লার নবীগণই যে আল্লাহকে জাহের বা প্রকাশ করিবার প্রধান উপকরণ ইহা কোন মোসলমান অস্বীকার করিতে পারে না।

তবে নবীর আবির্ভাবে যে মানুষের হৃদয়ে আল্লার সিংহাসন স্থাপিত হয়, নবীর আবির্ভাবই যে মানব-হৃদয় হইতে অন্তর্হিত আল্লাহকে মানুষের কাছে প্রকাশ করে উপরোক্ত এলহামে ইহাই বলা হইয়াছে, "অর্থাৎ তোমার প্রকাশেই আমার প্রকাশ, তুমি প্রকাশ হইয়াই আমাকে প্রকাশ করিয়াছ, বা আমাকে প্রকাশ করিবার জন্যই তোমাকে প্রকাশ করিয়াছি।"

হাদীস কুদ্‌ছিতে আসিয়াছে :—

كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا * (عن ابن عباس)

"আমি গুপ্ত ধনের মত ছিলাম, আমি পরিচিত হইতে চাহিলাম এবং বিশ্বকে সৃষ্টি করিলাম।"

অতএব এই বিশ্বের সৃষ্টি যেমন আল্লাকে প্রকাশ করে নবীর আবির্ভাব আরও সুস্পষ্ট করিয়া আল্লাহকে প্রকাশ করে।

(৯) انت مني وانا منك

যাহারা আরবী ভাষায় সামান্য জ্ঞানও রাখেন তাঁহারা উপরোক্ত আরবী বাক্যটির এই অর্থ করিবেন "তুমি আমার এবং আমি তোমার।" এইরূপ শব্দ, ভালবাসা জ্ঞাপন করিবার জন্য বলা হয়।

হাদীছ শরীফে আসিয়াছে হযরত রসুল করিম ছাঃ বলিয়াছেন :—

ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا من الله *

"এই তিনটা গুণ যার মধ্যে নাই তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই এবং আল্লাহরও কোন সম্বন্ধ নাই" অর্থাৎ ভালবাসার সম্বন্ধ নাই। হযরত রসুলে মাকবুল হযরত আলি (রাঃ)-কে বলিয়াছেন :—

— انت مني وانا منك

"তুমি আমার এবং আমি তোমার অর্থাৎ আমরা একে অন্যকে ভালবাসি।"

আরও বলিয়াছেন :—

العباس مني وانا منه

"আব্বাছ আমার এবং আমি আব্বাছের।"

فان كنت مني او تريد ين صحبتي
فكوني له كالسمن ربت له الادم

"তুমি যদি আমার হও এবং আমার সংসর্গ চাও তাহা হইলে তাহার (আমার পুত্রের) সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বাস কর।"

এই সমস্ত হাওয়ালা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন;

انت مني وانا منك

"তুমি আমার এবং আমি তোমার" এই কথার মধ্যে শুধু ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ

তাঁহাকে ভালবাসেন এবং তিনি আল্লাহকে ভালবাসেন অর্থাৎ তাঁহাকে মাহবুবে ছোবহানী এবং আশেকে রাব্বানী বলা হইয়াছে।

دونوں جانب سے اشارے هر چکے -

هم تمہارے تم ہمارے هر چکے -

এ সমস্ত কথার উপর আপত্তি উথাপন করিয়া রুহুল আমিন সাহেব এবং তাঁহার সহব্যবসায়ী মৌলানাগণ নিজেদের বিরাট অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

৮নং আপত্তি

"তিনি হকিকতুল অহির ১০৫।১০৬ পৃষ্ঠায় এই এলহাম প্রকাশ করিয়াছেন:—

اريد ما تريدون : انما امرك اذا اردت

شيئا ان تقول له كن فيكون ......

كل لك ولا مرك ....

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, মির্যা সাহেবের মতে খোদা অকর্ম্মণ্য বয়োবৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। এই হেতু তিনি দুনিয়া চালাইবার সমস্ত খোদাই শক্তি মির্যা ছাহেবের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এইরূপ আকীদা শেরেক নহে কি?"

উত্তর

উপরোক্ত এলহাম পাঠ করিয়া কোন ধর্ম্ম ভীরু মোছলমান মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের মত টিটকারী করিতে পারে না। উপরোক্ত এলহামগুলিতে খোদার অকর্ম্মণ্য হওয়া খুদাই শক্তি মীর্যাসাহেবকে দিয়া দেওয়া ইত্যাদি বাচালতার কোন সুযোগ নাই।

اريد ما تريدون

"তোমরা যাহা ইচ্ছা কর আমিও তাহাই ইচ্ছা করি" এই কথার মধ্যে কি আপত্তি হইতে পারে?

বান্দা যখন নিজের এরাদাকে আল্লাহ্‌তা'লার এরাদার মধ্যে বিলীন করিয়া দেয়, ফানা করিয়া দেয়, তখন সে আল্লাহতা'লার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই চায় না, তখন তাহার ইচ্ছা এবং আল্লার ইচ্ছা এক হইয়া যায়। এই মরতবার কথাই আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন:—

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى

"তিনি নিজের খাহেস মত কোন কথাই বলেন না, তিনি যাহা কিছু বলেন আল্লার ওহি অনুসারেই বলেন।"

এই মরতবার দিকে ইঙ্গিত করিয়াই আল্লাহতা'লা হাদীসে-কুদছিতে বদর যুদ্ধের মূজাহেদীন ছাহাবাদিগকে বলিয়াছেন—

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم - (مسلم باب فضائل اهل بدر)

"যাহা ইচ্ছা তাহাই কর তোমাদের সমস্ত দুর্বলতা আমি দূর করিয়া দিয়াছি" (মুস্লিম শরিফ)। এই রকম বুখারী শরিফে আসিয়াছে—

اعملوا ما شئتم - فقد وجبت لكم الجنة *

"তোমরা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, তোমাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে।"

এই হাদীসে-কুদসীর মর্ম্ম অনুসারে জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পরিবেন যে, যখন কোন মানুষ নিজের ইচ্ছাকে আল্লার ইচ্ছার মধ্যে বিলীন করিয়া দেয়, আল্লার ইচ্ছা এবং সেই ব্যক্তির ইচ্ছা এক হইয়া যায় তখনই আল্লাহ তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার আদেশ দেন, এই কথা ঘোষণা করিবার জন্য যে এই বান্দা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করিবে না, করিতে পারে না।

ঠিক এই রকম হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি আল্লার এলহাম—

اريد ما تريدون

"আমিও তাহাই ইচ্ছা করি তোমরা যাহা ইচ্ছা কর" অর্থাৎ তুমি এই মরতবাতে পৌঁছিয়াছ যে তোমার ইচ্ছা আঁমার ইচ্ছার বিপরীত হয় না।

এই সহজ কথাটাও মৌলানা সাহেবের জ্ঞানের গণ্ডির বাহিরে।

انما امرك اذا اردت شيئا ان تقول له

كن فيكون *

"ইহা তোমারই কাজ, তুমি যখন কোন বিষয় হইতে ইচ্ছ করিবে, তখন বলিবে, হও, তাহা হইলেই উহা হইয়া যাইবে।"

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব হাকিকতুল ওহির উক্ত এবারতটিকে—

اُرید ما تُریدون -

এই এবারতের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া বিকৃত অর্থ করিয়া জনসাধারণকে ধোকা দিবার ঘৃণিত চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রকৃত এবারত এই—

رب انی مغلوب فانتصر - فسحقهم تسحیقًا - زندگی کے فیشن سے دور جا پڑے ہیں - انما امرك اذا اردت شیئًا ان تقول له کن فیکون - (حقیقۃ الوحی ص ۱۰۵)

"হে আমার রব, আমি পরাভূত, শত্রু হইতে আমার প্রতিশোধ গ্রহণ কর; তাহাদিগকে নিষ্পেষিত কর; তাহারা জীবনের পদ্ধতি হইতে দূরে সড়িয়া পরিয়াছে। ইহা তোমারই কাজ তুমি যখন কোন বিষয় হইতে ইচ্ছা কর তখনই উহা হইয়া যায়।"

পাঠক দেখিতে পাইলেন, এই এলহামি এবারতের মধ্যে আল্লাহ্ তালাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। আর মৌলানা সাহেব ইহাকে অন্য এক যায়গার এবারতের সঙ্গে মিলাইয়া এমন ভাবে পেশ করিয়াছেন যাহাতে এই এবারতে হযরত মসিহ মাউদকে সম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর প্রতি এলহামি এবারতের মধ্যে এরূপ ঘৃণিত তহরীফ করিয়া মৌলানা সাহেব নিজের ঈহুদী সদৃশ হওয়াই প্রমাণ করিয়াছেন এবং রসুল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী - 'এক সময় তোমরা হুবহু ঈহুদীদের মত হইয়া পড়িবে" এবং "আকাশের নীচের সকল প্রাণী হইতে আখেরি জমানার মৌলানা মৌলবীগণ নিকৃষ্টতম হইবে" নিজের চরিত্র দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন।

কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি, চুরির সঙ্গে ছিনাজোরী দেখিয়া এবং হকিকতুলওহির পৃষ্ঠা পর্যান্ত উল্লেখ করিয়া এরূপ কারসাজি করিতে সাহস দেখিয়া।

چه دلاور است دزدے که بکف چراغ دارد -

তিনি হয় ত মনে করিয়াছেন, মির্যা সাহেবের কিতাব খুলিয়া কে দেখিতে যাইবে। এইজন্য মৌলবী মৌলানাগণ আহ্মদিয়া জমাতের কিতাবাদি পাঠ করিতেও নিষেধ করেন। পাছে তাহাদের চুরি না ধরা পড়ে। আমি জানি না, মৌলানা সাহেব নিজে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছেন কি না, না অন্য কোন বিরুদ্ধবাদীর কথাকে বিনা বিচারে বিশ্বাস করিয়াছেন। তাহা হইলেও মৌলানা সাহেবের জ্ঞানের সঙ্গে রূহানীয়তের অভাবই প্রতিপন্ন হয়। কারণ যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে, 'হাকিকতুলওহি' হইতে উদ্ধৃত বাক্যটি হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে তাহা হইলেও আহলে-মারফত লোকদের কাছে এরূপ কথার আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফতোহুলগায়েব' কিতাবে লিখিয়াছেন—

قال الله تعالی فی بعض کتبه یا ابن آدم انا الله لا اله الا انا اقول لشیء کن فیکون اطعنی اجعلك تقول للشیء کن فیکون - وقد فعل ذالك بکثیر من انبیائه واولیائه وخواصه من بنی آدم - فتوح الغیب مقاله ۱۶

"আল্লাহ্ তালা তাঁহার কোন কোন কিতাবে বলিয়াছেন, হে বনি-আদম, আমি আল্লাহ. আমা ব্যতিরেকে আর কোন উপাস্য নাই। আমি যখন কোন বিষয় সম্পর্কে বলি, হও, তখন উহা হইয়া যায়। তুমি আমায় বশীভূত হও' তোমাকেও এই রকম করিয়া দিব যে. তুমিও কোন বিষয় সম্পর্কে হও বলিলে উহা হইয়া যাইবে। এবং নিশ্চয়ই বহু নবী, অলি. এবং বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে এরূপ করা হইয়াছে।"

کل لك ولامرك

"সমস্তই তোমার জন্য এবং তোমার হুকুমের জন্য।"

এই এলহামি এবারতেও আল্লাহ্ তালাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। এই সমস্ত এলহামের বিকৃত অর্থ করিয়া মৌলানা সাহেব যেরূপ অভদ্রজনোচিত ভাষায় টিটকারী করিয়াছেন তাহা তাঁহার পক্ষে শোভনীয় হইলেও তাঁহার মৌলানা খ্যাতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

گفتگوی یک رنگ نبا شد غافل و هوشیار را
در نفس با شد تفاوت خفته و بیدار را

(ক্রমশঃ)

বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের

প্রতিশ্রুত পুরুষ

আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

প্রথম অধ্যায়

পৃথিবীর বক্ষ হইতে অধর্ম, অনাচার এবং অশান্তি দূর করার জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন জাতিতে অসংখ্য নবীর আগমন হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'লা বলেন, 'লাকাদ বায়াছনা ফি কুল্লে উম্মাতির রাছুলান—অর্থাৎ প্রত্যেক জাতিতেই নবীর আগমন হয়েছে।' (ইউনুছ, ৪৮ আয়াত)। প্রত্যেক নবীই নিজ নিজ ভাষায় ঐশীবানী বা ওহী-ইলহাম লাভ করে মানব জাতির মধ্যে সত্য সনাতন ধর্ম, আল-ইছলামকে প্রচার করে গেছেন। পাক কোরআনে আছে, 'ওমা আরছালনা মির রাছুলীন ইল্লাবিলিছানী কাউমিহী—অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর কাছেই তাঁর জাতীয় ভাষায় বানী প্রেরণ করা হয়েছে।' (ইব্রাহিম ৫ আয়াত) এই সকল মহামানবগণ একদিকে যেমন মানুষকে শরীয়ত ব্যবস্থা ও মহাজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে পবিত্র করেছেন, অন্য দিকে ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ঘটনাবলি সম্বন্ধেও সতর্ক ও অবিহিত করে গেছেন। ঐ সব ভবিষ্যদ্বানীর মধ্যে একটি প্রধান ভাববানী হল, শেষ যুগে এক মহাপুরুষের আগমন বিষয়ে। শেষ যুগে যখন অধর্ম প্রসার লাভ করবে, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীগণ যখন সত্য খোদার পরিচয় এবং সত্য ধর্মের শিক্ষা সম্বন্ধে পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত হবে তখন পৃথিবীর বক্ষ থেকে অধর্ম অশান্তিকে বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত মানব সমাজকে এক সত্য, সনাতন ধর্মে একত্রিত করার জন্য এই প্রতিশ্রুত পুরুষ আগমন করবেন। হিন্দু ধর্মে এই মহাপুরুষ নিষ্কলঙ্ক কলকি অবতার, বৌদ্ধ ধর্মে বুদ্ধ মৈত্তেয়, পার্শী ধর্মে সুসান বা মসিদর বহরমী, খ্রীষ্টধর্মে মনুষ্য পুত্র মসিহ, শিখ গ্রন্থাবলীতে মাহদীমীর এবং ইছলামে ইমাম মাহদী রূপে সমাধিক পরিচিত। বিভিন্ন জাতিতে আগত নবীগণ এমন কি সিদ্ধ পুরুষ আওলীয়াগণ এই মওউদ মহা পুরুষ সম্বন্ধে বহু প্রকার লক্ষনাদি বর্ণনা করে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলি মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে আজ বিকৃত। তবুও সুখের বিষয় এই যে এই সকল গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিদ্যমান ভবিষ্যদ্বানীগুলিই প্রতিশ্রুত মহাপুরুকে চিনিবার পক্ষে যথেষ্ট।

'ছাফ দীলকো কিছরতে এজাজ কি হাজত নেহি,
এক নিশান কাফি হ্যায় গর দিলমে হো খওফে কিরদিগার।'

অর্থাৎ—স্বচ্ছ অন্তর আর খোদা ভীতি যদি থাকে তা'হলে বেশী নিশানের প্রয়োজন হয় না, একটি নিশানই যথেষ্ট।

হিন্দুধর্মে

গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৭ ও ৮ শ্লোক আছে,

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অর্থাৎ—হে ভারত! যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সময়েই আবির্ভূত হই। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্টদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগেযুগে অবতীর্ণ হই।

শেষ যুগের বর্ণনা দিতে যেয়ে ব্যাস মুনি বলেন "হে রাজন, তখন কোন ব্রাহ্মণ তার ধর্ম পালন করবে না। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণও আপন আপন কর্ম ছেড়ে দিয়ে অধর্ম কাজে লিপ্ত হবে। (ব্রাহ্মণের জন্য ধর্ম চর্চা ক্ষত্রিয়ের জন্য রাজ্য শাসন এবং বৈশ্যের জন্য কৃষি কার্য্য করা শাস্ত্রের বিধান, কিন্তু শেষ যুগে এই বিধান কেহ মেনে চলবে না)। লোকের শরীর ও আয়ু শক্তি ও বীর্য্য ক্ষয় পাবে। লোকেরা সত্য কথা অল্পই বলবে। জনপদ সমূহ উজাড় হবে। ঐগুলি সর্প ও পশুর আবাসে পরিণত হবে। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণকে তুমি এবং ব্রাহ্মণগণ শূদ্রকে আপনি বলবে। সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি কিন্তু দৈহিক শক্তি হ্রাস পাবে। (পরিবার পরিকল্পনা এর সত্যতার জলন্ত প্রমাণ)। সদাচার ও পুণ্যকার্য্য হ্রাস পাবে। স্ত্রীলোকেরা মুখ ভগ স্বরূপে পরিণত হবে। চৌরাস্তায় বেশ্যা ও বদমায়েসদের ভিড় হবে। গাভীর দুধ ও বৃক্ষের ফল অল্প হবে। ধর্মস্থানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু বাস করবে। সময় মত বৃষ্টি হবে না। এর পর ব্যাস বলেন, সংসারে যখন এইরূপ ঘটতে দেখবে তখন মনে করবে যে এখন কল্কি অবতারের আবির্ভাবের সময় হয়েছে।" (মহাভারত বন পর্ব, ১৯৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

উক্ত মহাভারতের বন পর্ব, ১৯০ অধ্যায়ে কলি যুগ সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে যে,—

পুত্রঃ পিতৃবধং কৃত্বা পিতা পুত্রবধং তথা।
নিরুদ্‌বেগো বৃহদ্বাদীন নিন্দা যুগল পশ্যতে ॥

অর্থাৎ—পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে হত্যা করে নিরুদ্বেগে কাল কাটাবে, সমাজে কেহ নিন্দা করবে না। অনুরূপ 'আমিই ব্রহ্ম' বলে যারা গর্ব করবে তাদের ও নিন্দা হবে না। ২৮ পদ দ্রষ্টব্য।

৩৬ পদে আছে,

নকন্যাং যাচতে কঞ্চিন্নাপি কন্যা প্রদীয়তে ;
স্বয়ং গ্রাহা ভবিষ্যতি যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥

অর্থাৎ—তখন বিবাহের জন্য কেহ কন্যা যাঞ্চা করবে না, কেহ কন্যা দানও করবেনা, কন্যাগণ নিজেরাই বর বেছে নেবে।

৪৫ পদে আছে,

স্বৈরা হারাশ্চ পুরুষা যোষিতশ্চ বিশাম্পতে।
অনোন্যং নসহিষ্যান্তি যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥

অর্থাৎ—পুরুষ রমণী সকলই আহার বিহার সম্পর্কে স্বেচ্ছাচারী হবে। কলি যুগে এরা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা পরায়ণ হবে।

৪৭ নম্বর শ্লোকে আছে,

নকশ্চিৎ কস্য চিচ্ছাতান কশ্চিৎ কস্য চিদগুরুঃ।
তমোগ্রস্তো তদালোকো ভবিষ্যতি জনাধিপঃ ॥

অর্থাৎ—কেহ কাহারও উপদেশ গ্রহণ করবে না ; কেহ কাহাকেও গুরু বলে মানবে না ; সকলই তামসিক ভাবে পাপ রসে ডুবে থাকবে।

৫৩ নম্বর শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে,—

ম্লেচ্ছাচারাঃ সর্বভক্ষা দারুণাঃ সর্ব কর্মসু।
ভাবিনঃ পশ্চিমে কালে মনুষ্য মাত্রসংশয়ঃ ॥

অর্থাৎ—সকল মানুষই আচার ভ্রষ্ট হয়ে ম্লেচ্ছাচার হবে, সকলেই যেখানে সেখানে যা তা ভক্ষণ করবে, কোন ধর্মাধর্ম বোধ থাকবে না। এর পরবর্ত্তী শ্লোকে আছে,—

ক্রয় বিক্রয়কালে চসর্ব সর্বস্য বঞ্চনাম্‌।
যুগান্তে ভরত শ্রেষ্ঠ বিত্তলোভাৎ করিষ্যতি ॥

অর্থাৎ—কলি যুগে লোভের বশবর্তী হয়ে ক্রয় বিক্রয় কালে সকলেই পরস্পরকে বঞ্চনা করবে।

বৌদ্ধ ধর্মে—

গৌতম বুদ্ধ বলেন, 'আমিই এখন সেই মহাবুদ্ধ, কিন্তু আমার পর মৈত্তেয় আসবেন। যখন এই সুখময় কালাবর্ত সমাপ্ত হবে। এর পূর্বে যুগের কথা প্রবাহিত হবে।" (অনাগত ভবিষ্য)। তখন,—'লাভ শৃঙ্খলা. জ্ঞান, নিদর্শন, স্মৃতি চিহ্ন বিলুপ্ত হবে।' (অনাগত ভবিষ্য),' তাঁর লক্ষণ হল, 'তিনি মানবের মধ্যে পুরুষ, সাধু, সৎগুরু প্রাপ্ত, সন্ন্যাসী জীবন, পুণ্য প্রিয়, অত্যধিক নম্র অথবা অধিক অগ্নি স্বভাবও নহেন। (জাতক)। জাতকের অন্যত্র আছে, 'সকল পুণ্যে তিনি অভিজ্ঞ হবেন ; অন্যত্র এক পদে আছে, যখন তিনি মানবের মধ্যে আগমন করবেন তখন তিনি বোধ;

কালা, অন্ধ হবেন না।' অন্যত্র আছে, 'তিনি নারী নহেন অথবা নারীত্ব ও পুংভাবের সমাবেশও নহে। তিনি নপুংসক শ্রেণীরও নহেন। এইসব লক্ষণ বুদ্ধের জন্য নির্দ্ধারিত।'

ঐ অনাগত কালের বর্ণনা করতে যেয়ে শাস্তা বলছেন, 'তখন রাজাগণ অধার্মিক হবে, মানুষ অসৎ পথে বিচরণ করবে, জগতের অধোগতি হবে, অনাবৃষ্টি দেখা দিবে, ফলে দুর্ভিক্ষ হবে, লোকেরা স্বল্পায়ু হবে, বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে সম্মান করা হবে না, পিতা-মাতাকে উপেক্ষা করা হবে, বিচারকগণ লোভী ও অধার্মিক হবে, তারা উভয় পক্ষ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করবে, রাজ্যে সুখের লেশ মাত্র থাকবে না, কুলীনদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হবে, অকুলীনদেরকে সম্মান দেখান হবে, পুরুষেরা রিপুর তাড়নায় তরুনী ভার্য্যাদিগের বশীভূত হবে, ভিক্ষুগণ চীবর লাভ ও অর্থ লালসাবশত ধর্মোপদেশ দান করবে, অধার্মিক ভিক্ষুদের প্রাধান্য হবে।' ইত্যাদি। (মহাস্বপিন জাতক)।

'ক্লৈনঠাপকাত্তনি' নামক গ্রন্থে আছে যে, শেষ যুগে আগমনকারী বুদ্ধের নাম 'এমদ' হবে। (সেয়রে ব্রাহ্মণ, লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত, ২ ও ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

পার্শী ধর্মে—

পার্শী ধর্মগ্রন্থ 'গাথাতে' আছে, শেষ যুগে একত্রাণ কর্তার আবির্ভাব হবে। যেন্দ আবেস্তায় এই ত্রাণ কর্তার নাম 'আহ্‌মদ' বলে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন 'নইদতি আহম্‌দ দ্রাগোয়্যাতিম ফ্রাম রুয়ামী স্পীতময়ুরাথাস্ত্রা' ইত্যাদি। অর্থাৎঃ—আমি ঘোষণা করছি হে স্পীতময়ুরাথাস্ত্রা, পবিত্র আহ্‌মদ নিশ্চয়ই আগমন করবেন, যাঁর নিকট থেকে তোমরা সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ কার্য্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করবে। (যেন্দ-আবেস্তা, ম্যাক্স মুলার কর্তৃক অনুদিত, ১ম খণ্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা)। সুস্তনামা সাসান পনজম ৩১ থেকে ৩৩ নম্বর শ্লোকে আছে, "আরবীয় ধর্মের যখন এক হাজার বৎসর পূর্ণ হয়ে যাবে তখন মতভেদের ফলে এই ধর্ম (অর্থাৎ ইসলাম) এমনই বিকৃত হয়ে যাবে যে, যদি এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাকে এই ধর্ম দেখান হয় তাহলে তিনি ইহা তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বলে চিনতে পারবেন না। আর তোমরা পার্শীদের এইরূপ অবস্থা দেখবে যে, তাদের নিকট থেকে কোন জ্ঞানমূলক কথা শ্রবণ করবেনা। আর যদি কেহ জ্ঞানের কথা বলে তা'হলে অন্যেরা তার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেবে। লোকদের এইরূপ মন্দ কর্মের ফলে কিশাহ অর্থাৎ শাহে বহরম তুল্য এক পবিত্র পুরুষের পারশ্যবাসীর মধ্যে আবির্ভাব হবে। যুরৎস্তকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে শাহে বহ্‌রমের আগমনের কিছু লক্ষনাবলী বর্ণনা করুন। তখন তিনি বললেন, যখন তোমরা আকাশে লোককে উড়তে দেখবে (অর্থাৎ এরোপ্লেন আবিষ্কৃত হবে) বিনা তেলে প্রদীপ জ্বলতে দেখবে (বৈদ্যুতিক শক্তির ফলে বিনা তেলে প্রদীপ জ্বলবে), ঘোড়া ব্যতীত গাড়ীগুলি চলতে দেখবে (যন্ত্র চালিত যানের আবিষ্কারের ফলে এরূপ হবে) তখন জানবে বহ্‌রমের আবির্ভাব হয়ে গেছে। তোমরা পাগলের ন্যায় তাঁকে তালাস করবে, নিশ্চয় পাবে।" (দেখুন, উর্দু ডাইজেষ্ট ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪ সংখ্যা) গাথাতে আছে, যুগান্তের চির অন্ধকার হতে, অথাস্ত ও মহাপাপ হতে একমাত্র পুণ্যাত্মাগণই রক্ষা পাবে।' (ইয়াছনা)।

খ্রীষ্ট ধর্মে—

মনুষ্যপুত্র মসিহের আগমন কাল সম্বন্ধে যীশু বলেন "তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনবে—জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য দণ্ডায়মান হবে স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হবে। হায়! এ সময় গর্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রীদের সন্তাপ হবে। কেননা তৎকালে এরূপ মহাক্লেশ উপস্থিত হবে যেরূপ জগৎ সৃষ্টি অবধি এ পর্যন্ত কখনও হয়

নাই কখনও হবেওনা।" (মথি, ২৪ঃ৬-৮ ও ১৯, ২১ পদ। লুক লিখিত ইনজিলের ১৭ঃ২৬, ২৮ ও ৩০ পদে আছে, "আর নূহের সময়ে যেরূপ হয়েছিল, মনুষ্যপুত্রের সময়ও তদ্রূপ হবে। সেইরূপ লুতের সময়ে যেমন হয়েছিল···মনুষ্যপুত্র যেদিন প্রকাশিত হবেন, সেদিনেও সেইরূপ হবে। (অর্থাৎ নূহ এবং লুতের সময়ে যে সকল বিপদ আপদ দেখাদিয়েছিল এবং নূহ ও লুতকে অধিকাংশ লোক যে ভাবে অস্বীকার করেছিল তদ্রূপ প্রতিশ্রুত মসিহের বেলায়ও হবে)।" প্রকাশিত বাক্য, ১৬ঃ২১ পদে আছে, "(তখন) আকাশ থেকে মনুষ্যদের উপর বৃহৎ বৃহৎ শিলা (অর্থাৎ শিলা সদৃশ বোমা) বর্ষণ হল।" প্রেরিত ২ঃ১৭, ১৯ পদে আছে, "শেষ কালে এরূপ হবে, ইহা ঈশ্বর বলছেন, আমি উপরে আকাশে নানা উদ্ভুত লক্ষণ এবং নীচে পৃথিবীতে নানা চিহ্ন রক্ত, অগ্নি ও ধূম বাষ্প দেখাব (এখানে রক্ত, অগ্নি বলতে যুদ্ধের লক্ষণ এবং ধূম ও বাষ্প দ্বারা কল কারখানার কথা বলা হয়েছে)।" অন্যত্র আছে, "আর তৎকালে অনেকে বিঘ্ন পাবে, একজন অন্যজনকে সমর্পন করবে একে অন্যকে দ্বেষ করবে। আর অধর্মের বৃদ্ধি হওয়াতে অধিকাংশ লোকের প্রেম শীতল হয়ে যাবে।" (মথি, ৪ঃ ১০, ১২ পদ)। পৌল বলেছেন, "জেনে রেখ, শেষকালে বিষম সময় উপস্থিত হবে। কেননা মনুষ্যেরা আত্মপ্রিয়, অর্থপ্রিয়, আত্মশ্লাঘী, অভিমানী, ধর্মনিন্দুক পিতামাতার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, অসাধু স্নেহরহিত, ক্ষমাহীন, অপবাদক, অজিতেন্দ্রিয়, ভয়ানক সৎবিদ্বেষী বিশ্বাসঘাতক, দুঃসাহসী, গর্বান্ধ, ঈশ্বর প্রিয়নয় বরং বিলাস প্রিয় হবে।" (২ তিমথীয় ৩ঃ১-৪ পদ)। এই সব লক্ষণ যখন পূর্ণ হবে তখন "বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব দিক থেকে নির্গত হয়ে পশ্চিম দিক পর্যন্ত প্রকাশ পায়, তেমনি মনুষ্য পুত্রের আগমন হবে।" (মথি ২৪ঃ ২৭) অর্থাৎ—মনুষ্যপুত্রে মসিহ পূর্ব দেশ থেকে প্রকাশিত হবেন এবং পশ্চিম দেশে খ্যাতি লাভ করবেন। অন্যত্র একস্থানে ইছা (আঃ) বলেন, 'আর তিনি মহাতুরীধ্বনি সহ আপন দূতগণকে প্রেরণ করবেন, তারা আকাশের এক সীমা থেকে অন্য সীমা পর্যন্ত, চারি বায়ু থেকে তাঁর মনোনীতদেরকে একত্র করবেন।" (মথি, ২৪ঃ৩১)। এই বাক্যে স্পষ্ট বুঝা যায় যে যীশু বা ইছা (আঃ) নিজের আগমনের কথা বলেন নাই বরং তিনি অন্য এক ব্যক্তি যিনি তাঁর অনুরূপ হবেন, তাঁর আগমন সংবাদ দিয়েছেন। কেননা এখানে তিনি 'আমি প্রেরণ করব' না বলে 'তিনি প্রেরণ করবেন' বলেছেন। অন্য একস্থানে যীশু বলেছেন 'যে দণ্ড তোমরা মনে করবেনা, সেই দণ্ডে মনুষ্য পুত্র আসবেন।' (মথি, ২৪ঃ৪৪ ও লুক ১২ঃ৪০)।

শিখ গ্রন্থে —

গুরু নানক তাঁর এক শিষ্যকে বলেছেন, 'হে লালু শ্রবণ কর সেই বাক্য, যা মহান প্রভুর নিকট হতে আমার নিকট অবতীর্ণ হয়েছে, এবং তুমি তাহা তোমার স্মৃতিতে সযত্নে সংরক্ষণ কর। ভারতবাসীর পাপ এবং মন্দকর্ম মোঘল নামক এক জাতিকে কাবুলের দিক হতে এখানে আনয়ন করবে। তারা শক্তি প্রয়োগে লোকের নিকট হতে জাকাত আদায় করবে। ধর্ম এবং ধার্মিকতায় তখন বিকার উপস্থিত হবে এবং মিথ্যা ও দুর্নীতি প্রাধান্য লাভ করবে। ব্রাহ্মণ এবং কাজীদেরকে গ্রাহ্য করা হবেনা এবং শয়তান বিবাহ বন্ধনে ভাঙ্গন সৃষ্টি করবে। মানুষ যখন এহেন অবস্থায় পতিত হবে, তখন আবার শেষ পর্যন্ত মানুষ খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, এবং মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠ করবে। হিন্দুরা বিশেষ করে অস্পৃশ্য শ্রেণীর লোকেরা তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। নানক এইসব ঘটনা মসপুরে (আমিনাবাদ) বর্ণনা করলেন, এবং মহান খোদার প্রশংসা কীর্ত্তন করে বল্লেন. অতঃপর এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে। যার ফলে বহু রক্তক্ষয় হবে। ভারত ঐ সময় আমার কথা স্মরণ করবে। মোঘলদের শাসন ১৫৭৮ থেকে ১৮৯৭ বিক্রমাব্দ পর্য্যন্ত

স্থায়ী হবে। তখন একব্যক্তি তাদের (মোঘল) মধ্য হতে আবির্ভূত হবেন, তিনি প্রকৃত সিদ্ধগুরুর (আঃহযরতের) শিষ্য হবেন। সত্য সেই বাক্য যাহা নানক ঘোষণা করছেন এবং যাহা যথা সময়ে পূর্ণতা লাভ করবে।" (গুরু গ্রন্থ সাহেব, রাগ তালংগ, মোহাল্লা, ১)। ভাই বালা জনম শাখি ২৭২ পৃষ্ঠায় আছে, "প্রহ্লাদ বলছেন যে এই মহাপুরুষ পাঞ্জাব প্রদেশের বাটালা অঞ্চলে এক জমিদার পরিবারে আবির্ভূত হবেন।" ৪২৮ নানক শাহীতে মুন্সী গোলাব সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত ভাই বালা জনম শাখীর ৫২৭ পৃষ্ঠায় আছে, "শেষযুগে এমন এক সময় উপস্থিত হবে যখন মানুষ গ্রন্থকে অনুসরণ করবেনা এবং উপাসনা ও উপবাস ব্রত (রাজা) পরিত্যাগ করবে। যোগী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং ব্রাহ্মণদিগকে গুরু বলে সম্বোধন করবে। তখন এক প্রকৃত গুরু আবির্ভূত হয়ে এদেরকে বিনষ্ট করবেন। এই স্বর্গীয় বানী অবশ্যই পূর্ণ হবে। এই ব্যক্তিকে মহান প্রভু প্রেরণ করবেন এবং তিনি "রেসাদ" নামে অভিহিত হবেন, যার অর্থ হল, খোদার প্রিয় ও নৈকট্যপ্রাপ্ত। তিনি একজন মুসলমান হবেন এবং ঐশী জ্ঞানে পূর্ণ হবেন। তখন একমাত্র সত্য খোদার পূজা প্রতিষ্ঠীত হবে এবং তিনি সকল প্রকার মিথ্যা, কবর পূজা, মন্দির পূজা, পীর পূজা ও সর্ব প্রকার রাজনৈতিক অত্যাচারকে রহিত করবেন। তখন এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে। খোদা মহা জ্ঞানী এবং অদৃশ্য সম্বন্ধে একমাত্র তিনিই জ্ঞাত, তাই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একমাত্র তিনিই বলতে পারেন। কিন্তু অন্য লোকেই তাঁর এই মনোনীত পুরুষকে চিনতে পারবে।" গুরু গোবিন্দ সিং দশমগ্রন্থে" চব্বিশ অবতার অধ্যায়ে লিখেছেন :—

"এমন এক সময় উপস্থিত হবে যখন মানুষ খোদাকে ভুলে যাবে। অজ্ঞতা প্রসার লাভ করবে এবং শ্রদ্ধা বিলুপ্ত হবে। পরম প্রভু খোদাকে মানুষ স্মরণ করবে না। যখনই এইরূপ সংঘটিত হবে তখন পরম করুণাময় খোদা তাঁর সৃষ্টির প্রতি করুণাবশতঃ এক অবতারকে প্রেরণ করবেন। অর্থাৎ তিনি মাহ্দী মীরকে প্রেরণ করবেন। যিনি শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট, পবিত্র ও বিশুদ্ধ আত্মা প্রাপ্ত এবং সৎ ও বলিষ্ট মনের অধিকারী হবেন। তিনি সমস্ত রাক্ষস বধ করবেন এবং সকলকে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করবেন। তিনি সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি লাভ করবেন এবং পরিনামে সকলই তাঁর আদর্শকে গ্রহণ করবে। এইভাবে তার সংস্কার কার্য্য সফলতা লাভ করবে। এইরূপে চব্বিশ অবতারের সংখ্যা পূর্ণ হবে।"

ইসলাম ধর্মে

পবিত্র কোরআনে আল্লাপাক বলেন,—

"ইউদাবিবরুল আমরা মিনাছ ছামায়ে ইলাল আরজে ছুম্মা ইয়ারুজু ইলাইহি ফি ইয়াওমিন কানা মিক্দারুহু—আলফ ছানাতিম মিম্মা তাউদ্দুন।"

অর্থাৎ—আল্লাতালা আকাশ থেকে পৃথিবীতে আপন হুকুমকে প্রতিষ্ঠিত করবেন অতঃপর ইহা পুনরায় তাঁর দিকে উঠে যাবে তোমাদের হিসাবে হাজার বৎসরে। (সেজদা, ৬ আয়াত)। ঐ সময়ের অবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে মহানবী (দঃ) বলেছেন,

ইয়াতি আলান নাসে জামামুল লা ইয়াবকা মিনাল ইসলামে ইল্লা ইছমুহু ওলা ইয়াবকা মিনাল কুরআনে ইল্লা রাসমুহু মাসাজিদুহুম আমিরাতুন ওয়াহিয়া খারাবুম মিনাল হোদা উলামাউ হুম শার্রুমান তাহতা আদিমিহু ছামায়ী মিন ইনদিহিম তাখরুজুল ফিৎনাতু ওয়াফিহিম তাউদ।'

অর্থাৎ :—মানবের জন্য এমন এক জমানা আসবে যখন ইসলামের শুধু নাম এবং কোরআনের মাত্র অক্ষরগুলি অবশিষ্ট থাকবে। ঐ সময়ের মসজিদগুলি সুন্দর ইমারত হবে, কিন্তু হেদায়াত শূন্য হবে। তখনকার আলেমগণ আকাশের নিম্নের সকল সৃষ্টজীব হতে নিকৃষ্টতম হবে। তাদের মধ্য হতে ফেৎনা-ফছাদ বের হবে এবং তাদের মধ্যেই আবার প্রত্যাবর্তন করবে। (বয়হকী ফি শোয়াবিল ইমান ও মেশকাত)। অন্য হাদিছে আছে 'দীনের এলেম উঠে যাবে, জাহেলিয়াত প্রসার লাভ করবে, মদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে, পুরুষের সংখ্যা কম এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, নেক কাজ কমে যাবে, মানুষের মন কৃপণতায় ভরে যাবে, ঝগড়া বিবাদ বৃদ্ধি পাবে, মারামারি কাটা-কাটি বেশী হবে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইমানদারের অভাব হবে, ভূমিকম্প বেশী হবে, ধর্ম সম্বন্ধে মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে, বড় বড় অট্টালিকা নির্মান করে মানুষ গৌরব মনে করবে, দলের সর্দার ফাসেক হবে, জাতির নেতা নিকৃষ্টতম হবে, বাদ্যে ও গানে নারীর

প্রাধান্য হবে, উট বেকার হবে, এতে চড়ে মানুষ দূর দেশে যাতায়াত করবেনা। (বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রচালিত যানের আবিষ্কারের ফলে উটের ব্যবহার হবে না)।" (বোখারী)। অন্যত্র আছে, "লোকেরা নমাজ ত্যাগ করবে, আমানত খিয়ানত করা হবে, গর্বের সঙ্গে জুলুম করা হবে, নেতাগণ ফাছেক হবে, শাসকগণ ভক্ষক হবে, রাজ কর্মচারীগণ জালেম হবে, কারীগণ ফাছেক হবে, ব্যভিচার বেশী হবে, সুদের ব্যাপক প্রচলন হবে, (কেননা ঐ সময় ব্যাঙ্ক প্রভৃতির প্রচলন হবে), গায়িকার চাহিদা হবে, কছম ভঙ্গ করা হবে, বা-জামাত নমাজ আদায়ে অবহেলা করা হবে, মসজিদ সজ্জিত হবে, উচ্চ মিম্বর হবে, ঘুষ গ্রহণ করা হবে, খুন করা সাধারণ ব্যাপার হবে, ধর্মকে দুনিয়ার পিছনে রাখা হবে, পুরুষ স্ত্রীলোকের আকৃতি গ্রহণ করবে, (এখানে দাড়ী-গোঁফ কেটে রমণীর রূপ ধারণ করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে) মহিলারা মঞ্চে দাড়ায়ে প্রকাশ্যে বক্তৃতা করবে, ইত্যাদি। (কনজুল-উম্মাল, জিলদ, ৭,২২৬ পৃষ্ঠা)।"

রছুল করিম (দঃ) বলেন, "উবশিরুকুম বিল মাহ্‌দী ইউব আছু ফি উম্মাতি আলা ইখতিলাফিম মিনান নাছি ওয়া জালাজিলা।"

অর্থাৎ :—আমি তোমাদেরকে মাহ্‌দীর সুসংবাদ দিচ্ছি তিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন সময় আবির্ভূত হবেন, যখন মানুষের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিবে এবং বহু ভূমিকম্প হবে। (নজমুছ ছাকেব, ২য় খণ্ড, ১১২ পৃষ্ঠা)। অন্যত্র বলেছেন, "ওয়া উদতুমমিন হায়ছু বাদাতুম।" অর্থাৎ তোমরা পূর্বের ন্যায় বিভক্ত হয়ে যাবে। (মেশকাত)। অর্থাৎ মুসলমানগণ হানাফি, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বেলী, আহ্‌লে হাদিছ, আহ্‌লে কোরআন, ইসনে আশারী, দাউদী, সোলেমানী, মেমন, ইছমাইলী বা সাবিয়া ইমামী, বোহ্‌রা, জায়েদী, কাইসানী, ইবাদী খারেজী, মুরজী, দুরুজ, নুসায়রী, সাজিলী, তিজানী, সিনুসী, জাহরিয়া, রিফাই, সাম্মানী, কুশাশী, শাত্তারী, শামিলী, খালওয়াতি প্রভৃতি বহু দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে যাবে! এই সম্বন্ধে আর একটি হাদিছ হল, "ইয়াফ-তারিকু উম্মাতি আলা ছালাছিউ ওয়া ছাবয়ীনা ফিরকাতিন কুল্লুহুম ফিননার ইল্লা ওয়াহিদাতান ওয়াহিয়াল জামাত।" (মেশকাত)।

অর্থাৎ :—মুসলমানরা ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি জমাত ছাড়া বাকী ৭২ ফিরকাই দোজখগামী হবে। পৃথিবীর অবস্থা যখন এইরূপ হবে অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে প্রকৃত ইমান যখন এই পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে যাবে তখন আল্লার প্রেরিত পুরুষ ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভূত হয়ে ইমানকে পুনরায় দুনিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। এ সম্বন্ধে রছুল করিম (দঃ) একদা হযরত সালমান ফার্সীর (রাঃ) গায়ে হাত দিয়ে বলেছিলেন "লাও কানাল ইমানু মোয়াল্লিকান ইন্দাছ ছুরাইয়া লানালাহু রাজুলুন মিন হাউলায়ে।" অর্থাৎ :—ইমান যদি ছুরাইয়া নক্ষত্রেও উঠে যায় তবুও এদের (অর্থাৎ পারশ্য বংশের) এক ব্যক্তি সেখান থেকে পুনরায় ইমানকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবেন॥ (বোখারী- কিতাবুত তফসীর, জিল্‌দ ২ ও মেশকাত দ্রষ্টব্য)। এই হাদিছ অনুযায়ী দেখা যায় যে, ইমাম মাহদী (আঃ পারশ্য বংশীয় হবেন।

ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) আগমনের স্থান সম্বন্ধে "এরশাদুল মুসলীমিন' নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 'কারা' নামক অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করবেন। দেখুন, হুজ্জাজুল কেরামা, ৩৫৮ পৃষ্ঠা। (জেরুজালেমের 'আসারে কাদিমা' নামক পাঠাগারে একটা পুরাতন ছিন্ন পুস্তক রক্ষিত আছে, তাতে কারা অঞ্চল প্রাচীন সিন্ধুরাজ্যে অবস্থিত বলে উল্লেখ রয়েছে। দেখুন, মাহেনও চৈত্র ১৩৬৪ বাংলা। উল্লেখ যোগ্য যে ৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সিন্ধুরাজ্য বর্তমান সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের সমান ছিল। দেখুন, পাকিস্তানের উপজাতি ১০৭ পৃষ্ঠা, পাকিস্তান পাবলিকেশন)। অর্থাৎ তখন পাঞ্জাব প্রদেশও সিন্ধুরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উইলিয়াম হাণ্টার তাঁর 'ইণ্ডিয়ান মুসলমান' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখেছেন যে মুছলমানদের বিশ্বাস অনুযায়ী ইমাম মাহদী পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে জন্মগ্রহণ করবেন। (দেখুন, ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, ১ম বর্ষ; ৪২৬ পৃষ্ঠা)। 'জওয়াহেরুল আছরার' কিতাবের ৫৬ পৃষ্ঠায় এই স্থানের নাম 'কাদয়া' বলে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। যথা, "ইয়াখরুজুল মাহ্‌দীউ মিন কারিয়াতি ইউ কালু লাহা কাদয়া।" (কাদয়া অন্য কোন নামের অপভ্রংশ হতে পারে অথবা খোরাশান থেকে আগত পোইন্দাদের এক একটি দল বা পরিবারকে যেমন 'কাদয়া' বা

কাদ্দি' বলা হয়ে থাকে, দেখুন, পাকিস্তানের উপজাতি, ১১২ পৃষ্ঠা; তেমনি ইমাম মাহ্দী খোরাশানের দিক থেকে আগত কাল পতাকাধারীদের মধ্যে হবেন বলে যে এক হাদিস মেশকাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হয়ত এজন্যও তাঁর আবির্ভাবের স্থানকে 'কাদয়া' বলা হয়েছে)। ইমাম মাহ্দীর (আঃ) নাম সম্বন্ধে জানা যায় যে. তাঁর নাম আহ্মদ হবে। (হুজ্জাজুল কেরামা ৩৫ পৃষ্ঠা) উম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রসিদ্ধ ওলী হযরত নিয়ামত উল্লা (রহঃ) তাঁর এক কছিদায় লিখেছেন,

"আলিফ, হে, মিম, দাল মেখোয়ানম,
নাম আঁ নামদারে মেবিনম॥'

(মৌলানা মোহাম্মদ ইসমাইল শহীদ কৃত আরবাইন দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ মাহ্দীর নাম আলিক, হে, মিম, দাল অক্ষর দ্বারা অর্থাৎ আহমদ হবে। অন্য এক বিবরণে দেখা যায় তাঁর নাম 'গোলাম' হবে। যেমন লোকেরা (হয়ত এরা বিরুদ্ধবাদী হবে) বলাবলি করবে যে, 'ইজা সারাতির রুকবানু বে বেয়াতিল গোলামে'। অর্থাৎ মানুষ গোলামের নিকট বয়েত হচ্ছে। (বেহারুল আনওয়ার, ১৩ খণ্ড. ১৯ পৃষ্ঠা)। ইমাম মাহ্দীর (আঃ) একটি বিশেষ লক্ষণ হল, তিনি এক ভগ্নীসহ যমজ জন্ম গ্রহণ করবেন। (ফছুছুল হাকাম. ৮৩ পৃষ্ঠা)।

একটা অপূর্ব নিদর্শন ঃ—

এখন ইমাম মাহ্দী, মসিহে মাওউদ (আঃ) সম্বন্ধে এমন একটি অপূর্ব নিদর্শন আপনাদের সম্মুখে পেশ করছি, যা আকাশ জমিন সৃষ্টি অবধি আর অন্য কোন প্রেরিত পুরুষের জন্য প্রদর্শিত হয় নাই। এই লক্ষণটি একমাত্র ইমাম আখেরুজ্জমানের জন্য নির্দ্ধারিত। পবিত্র কোরআনে আখেরী জমানা অর্থাৎ ইমাম মাহদীর জমানার একটি বিশেষ লক্ষণ বলা হয়েছে যে. 'ওয়া খাছাফাল কামারুওয়া জুমিয়াশ শামছু ওয়াল কামার'। (কিয়ামা, ৯, ১০ আয়াত)। অর্থাৎ তখন এক বিশেষ চন্দ্র গ্রহণ হবে এবং চন্দ্র ও সূর্য্য এক বিশেষ অবস্থায় একত্রিত হবে অর্থাৎ গ্রহণ লাগবে। এই গ্রহণ সম্বন্ধে আঁ-হযরত (দঃ এক বিস্তারিত বর্ণনায় বলেছেন. "ইন্নাল মাহদীনা আয়াতাইনী লাম তাকুনা মুনজু খালকিছ ছামাওয়াতে ওয়াল আরজে ইয়ান কাছিফুল কামারু লি লাউয়ালি লায়লাতিম মির রামজানা ওয়া তানখাছি ফুশ শামছু ফি নিছফি মিনহু।"

অর্থাৎ—আমার মাহ্দীর সত্যতার এমন দুইটি লক্ষণ আছে, যাহা আকাশ জমিন সৃষ্টি অবধি আজ পর্য্যন্ত অন্য কারও সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ প্রদর্শিত হয় নাই। তা'হল একই রমজান মাসে চন্দ্র গ্রহণের জন্য নির্দ্ধারিত রাত্রি ত্রয়ের মধ্যে প্রথম রাত্রিতে চন্দ্র গ্রহণ এবং সূর্য্য গ্রহণের জন্য নির্দ্ধারিত দিনগুলির মধ্যম দিনে সূর্য গ্রহণ হবে। (দারকুতনী, ১৮৮ পৃষ্ঠা)।

ইমাম আবু জাফরও বলেছেন যে, মাহদীর জন্য নির্দ্ধারিত এই বিশেষ গ্রহণ হযরত আদমের (আঃ) সময় থেকে আরম্ভ করে মাহদীর (আঃ) জমানার পূর্ব পর্য্যন্ত আর অন্য কোন ব্যক্তির জন্য প্রদর্শন করা হবে না। (দেখুন. ইকমালউদ্দীন. ৩৬১ পৃষ্ঠা)। এই অপূর্ব নিদর্শনটি সম্বন্ধে শুধু মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থেই নহে বরং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও উল্লেখ রয়েছে। যেমন কলি যুগ সম্বন্ধে ভগবত পুরান ১৩ স্কন্দে বলা হয়েছে, 'তখন সূর্য্য, চন্দ্র এবং বৃহস্পতি এক রাশিতে পুষ্য নক্ষত্রে একত্রিত হবে'' অর্থাৎ এদের গ্রহণ লাগবে। বাইবেলের নূতন নিয়মে আছে, 'আর সেই ক্লেশের পরই সূর্য্য অন্ধকার হবে ও চন্দ্র জ্যোৎস্না দেবে না না।'' (মথি, ২৪ঃ ২৯ পদ)। অন্যত্র আছে, "সূর্য্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চন্দ্র রক্ত (বর্ণ) হয়ে যাবে।" (প্রেরিত. ২ঃ ২০)। অন্য এক স্থানে আছে, "তখন মহা ভূমিকম্প হল, এবং সূর্য্য লোমজাত কম্বলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও পূর্ণ চন্দ্র রক্তের ন্যায় হল।" (প্রকাশিত বাক্য, ৬ঃ ১২)। অর্থাৎ গ্রহণের ফলে সূর্য্যকে কাল এবং চন্দ্রকে লাল বর্ণ দেখাবে। শিখদের ধর্ম গ্রন্থ গুরু গ্রন্থ সাহেবের মুহাল্লা ৭. ঝুসনা ৪ তে আছে "নিহকলঙ্ক বাজে ডংক, চড়হোদিল রবি ইন্দ্রজিও॥" অর্থাৎ যখন নিষ্কলঙ্ক অবতার প্রকাশিত হবেন তখন সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি লাভ করবেন, এবং চন্দ্র, সূর্য্যও তাঁর আগমন বার্ত্তা ঘোষনা করবে।

বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থের এইরূপ সাদৃশ্য লক্ষ করে বিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক্স মুলার বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, The true religion of the future will be the fulfilment of all the religions of the past—অর্থাৎ অতীতের সমস্ত ধর্মের পূর্ণতাই হবে ভবিষ্যতের ধর্ম। (Max Muller, in a letter to the Rev. M. K. Schermerhorn, 1883)। (ক্রমশঃ)

ব্যক্তিগত পাঠাগার
আহমদ তৌফিক চৌধুরী

॥ সমাচার ॥

আবু আরেফ

কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরাতে যোগদান করিবার পর জোনাব আমীর সাহেব বাদে অন্যান্য সকলেই নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়াছেন। জোনাব আমীর সাহেব সিন্ধু প্রদেশে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে আহ্‌মদীয়াতের দাওয়াত লইয়া গিয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা ফিরিয়া আসিবেন।

ঢাকা ময়মনসিংহের জেলা কায়েদ জনাব শহিদুর রহমান সাহেবকে মজলিশে শূরা সম্বন্ধে বলিতে অনুরোধ করা হইলে তিনি সংক্ষেপে শূরার কার্যাবলী বর্ণনা করেন। তিনি জনৈক আফ্রিকান যুবকের সম্বন্ধে বলেন যে, উক্ত যুবক হজ্ব সমাপনের পর রাবওয়া আগমন করেন। এবং মজলিশে শূরার অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার নিদর্শন তিনি নিজে। কোথায় আফ্রিকা আর কোথায় ভারত। ভারতের এক গণ্ড গ্রাম হইতে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আবির্ভূত হইলেন। আর আল্লাহ্‌ তাঁহার প্রচারকে পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছাইলেন।

* * *

জনাব আনওয়ার আহমদ কাহলন সাহেব পবিত্র হজ্ব সমাপনের পর ঢাকা ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে হজ্বের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে অনুরোধ করা হইলে তিনি গত ২১শে এপ্রিল জুমার নামাজের পর তাঁহার হজ্বের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি হজ্ব সম্বন্ধে বিষদ আলোচনা করিবার পর বলেন যে, এবার আহ্‌মদী জমাতভুক্ত প্রায় একশত ব্যক্তি হজ্ব পালন করেন। স্যার মোহাম্মাদ জাফর উল্লাহ্‌ খাঁ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। অ-আহমদী মুসলমানদের ধারণ ছিল যে, আহমদীরা হজ্ব করে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন স্যার মোহাম্মাদ জাফর উল্লাহ্‌ সাহেবকে দেখিয়া সে ভুল তাহাদের ভাঙ্গিয়া যায়। হজ্ব করিতে গিয়া পাক-ভারতীয় অ-আহমদী মুসলমানদের দ্বারা আহমদীরা নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হইয়া থাকেন। কিন্তু খোদার রহমতে এবার কোন অসুবিধা হয় নাই।

* * *

কেন্দ্রের নির্দেশানুযায়ী গত ২১শে এপ্রিল তারিখে জ্ঞান উন্মেষ মূলক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। মগরিবের নামাযের পর সভার কাজ আরম্ভ হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা শহরের আমীর জনাব এস. এম. হাসান সাহেব। কোরআন পাঠের পর সভায় কার্য আরম্ভ হয়।

সভায় "যার ভি হোগা তো হোগা উস ঘড়ি বাহালে যার" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন জনাব শাহ্‌. মুস্তাফিজুর রহমান। মসীহ্‌ মাউদ (আঃ)-এর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বিষদ আলোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌ ভবিষ্যতের ঘটনা হযরত মসীহ্‌ মাউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া তাঁহার সত্যতা প্রমান করিয়াছেন।

লেখরাম সম্বন্ধে হযরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর উপর আলোকপাত করেন সদর মুরুব্বী জনাব আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ।

অতঃপর সভাপতি জনাব এস. এম. হাসান সাহেব স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতীর জীবনী আলোচনা করেন এবং হযরত মসীহ্‌ মাউদ আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কি ভাবে তাঁহার মৃত্যু হয় তাহা বর্ণনা করেন।

* * *

ঢাকার কারওয়ান বাজারে একমাস ধরিয়া জাতীয় শিল্প মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে একটি ষ্টল খোলা হয়। উক্ত ষ্টলে আহ্‌মদীয়া জমাত হইতে প্রকাশিত পুস্তক, পত্রিকাদি প্রদর্শন করা হয়।

উল্লেখ যোগ্য যে, সদর মুরব্বী জনাব আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ সাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় ষ্টলটি খোলা হয়। উক্ত ষ্টলটীর সাজানোর ব্যয়ভার বহন করেন প্রাদেশিক আমীর হযরত মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জনাব রশিদ আহ্‌মদ সাহেব। কোরেশী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব আরবী ও উর্দ্দু লেখায় সাহায্য করেন।

উক্ত ষ্টলটী পরিচালনা করেন জনাব চৌধুরী শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব। তাঁহাকে সাহায্য করেন ওয়াকফে জদীদের মুয়াল্লিম জনাব মোহাম্মাদ ইসমাইল (বোখারী) সাহেব। দৈনিক গড়ে ৫০।৬০ দর্শক ষ্টলটি পরিদর্শন ও পুস্তকাদি পাঠ করেন। ভবিষ্যতে পুস্তকাদি পাইবার জন্য অনেকেই সাগ্রহে নিজ ঠিকানাদি দিয়াছেন।

* * *

পাকিস্তান দর্শন কংগ্রেসের চতুর্দশ অধিবেশনে যোগদানার্থে রাবওয়া হইতে তালিমুল ইসলাম কলেজের ফিলোসফির [দর্শন বিভাগের] অধ্যাপক এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সালেস (আইঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। জনাব মীর্যা আনাস আহমদ সাহেব ঢাকা আগমন করিয়াছেন।

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 16·50
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The Economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
● Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
● মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১। বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	লিখক—আহমদ তৌফিক চৌধুরী	
২। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	"	"
৩। ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	"	"
৪। বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	"	"
৫। হোশায়ারা	"	"
৬। ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব	"	"
৭। দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	"	"
৮। খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	"	"
৯। বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	"	"
১০। বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	"	"

প্রাপ্তিস্থান

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.